প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪২ ◆ ১৯ -২৫ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব

কি বার্তা দিচ্ছে খ্রিস্টরাজার পার্বণ

বিশ্বরাজ যিশুখ্রিস্ট: অনন্ত প্রেমের রাজা

ঐশ জনগণের প্রতি বিশপদের সভার ষোড়শ সাধারণ সমাবেশের পত্র

প্রকাশনার গৌরবময় ৮৩ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মমতাময়ী মায়ের বিদায়ের তৃতীয় বছর

"জানালা থেকে তাকাই দূরে, নীল আকাশের দিকে
মনে হয় মা আমার পানে, চাইছে অনিমিশে।
কোলের পরে ধরে কবে, দেখতে আমার চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে, সারা আকাশ ছেয়ে।"

প্রয়াত প্যাট্রিশিয়া পুষ্প গমেজ

জন্ম: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: হাসনাবাদ, নতুন দড়ির বাড়ী
(দক্ষিণ মহাখালী খ্রিষ্টানপাড়া)

প্রিয় মা, সময়ের পরিক্রমায় দেখতে দেখতে তলিয়ে গেল অতল গভীরে দুঃসহ যন্ত্রণাঘেরা ২৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। যেদিন তুমি আমাদেরকে ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে অমৃতধামে চিরদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলে। মা তোমার উপস্থিতি সবসময় আমরা অনুভব করি। এই বিশ্ব জগত সংসারে তোমার উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে, স্বস্তিতে ও তোমার স্নেহকোমল আশ্রয়ে। তুমি ছিলে আদর্শবান, কঠোর পরিশ্রমী, প্রার্থনাময়ী, অসীম ধৈর্যশীল, দয়ালু, সৌন্দর্য পিপাসু এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী এক অনন্য মা। নিজ হাতে তোমার মনের মত করে গড়েছো তোমার সন্তান-সন্ততিদের তোমার ভালোবাসায় ভরা সংসার আর তোমার প্রিয় বাড়ী। মাগো একটি অপূরণীয় শূন্যতায় হাহাকারে সবার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাড়ির পরিবেশ নিত্যই ভারী হয়ে উঠে। আনাচে-কানাচে তোমার স্মৃতি সবসময় কথা বলে। মাগো, তোমার স্মৃতিগুলো সর্বদা আমাদের কাঁদায়।

তোমার হাসিমাখা মুখ, তোমার আদর সোহাগ, শাসন, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চলাফেরা সবকিছু যে আমাদের ঘিরে রেখেছে। মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই রয়েছে। তোমার আঁচল ছায়ায় আমাদের সবসময় আগলে রেখেছো মা।

মাগো, আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর মা, আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবনে পথ চলতে পারি।

ঈশ্বরের রাজ্যে অনেক অনেক ভাল থেকো মা।

শোকাহত পরিবার

ছেলে-মেয়ে: অসীম-নীতু, বিপ্লব-অর্পণা, মিলন-বন্যা, রাণী-ডেনিস
নাতি-নাতনী: পাপড়ি, সীমান্ত, রিয়া, রয়েন, মেধা, ঐশ্বর্য, রিমঝিম।

বিদায়ের ৩১ বছর

প্রয়াত আন্তনী গমেজ

জন্ম: ৯ নভেম্বর ১৯৪৩
মৃত্যু: ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২
গ্রাম: হাসনাবাদ (দড়ির বাড়ী)
দক্ষীণ মহাখালী (খ্রিষ্টান পাড়া)

"আমি যত এলোমেলো ভুলের অভিধান
বাবা তুমি সময়মতো সহজ সমাধান।"

পাপা, কয়েক যুগ পার হয়ে গেলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবুও তোমার শূন্যতা আজও উপলব্ধি করি সব সময়। আসলে 'বাবা' মানে কথাটা ছোট হলেও এর ভার বহন করার ক্ষমতা অনেক বেশি যার উপলব্ধি আমরা এখন বুঝতে পারছি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। পাপা, তুমি অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেলে আমাদের ছেড়ে। তোমার যে একটা বড় সুন্দর ফুলের বাগান হয়েছে (ছেলে-মেয়ের পরিবার) তা তুমি কিছুই দেখতে পেলে না। তুমি ছিলে খুব আনন্দ প্রিয় মানুষ। এখনও আমাদের মনে পড়ে সেই ছোট বেলার কথা, তুমি কিভাবে আমাদের সাথে দুষ্টামি করতে। তোমার কথা বলার বাচন ভঙ্গি, হাঁটা-চলা সবই মনে পড়ে।

"বাবা মানে কাটছে ভাল যাচ্ছে ভালো দিন
বাবা মানে জমিয়ে রাখা আমার অনেক ঋণ।"

সত্যিই পাপা, তোমার ঋণ শোধ হবার নয়। শুধু অক্ষেপ তুমি তোমার ছেলে-মেয়ের পরিবার দেখে যেতে পারলে না। তোমার নাতি-নাতনী তোমার কথা বলে।

শোকাহত পরিবার

ছেলে-মেয়ে: অসীম-নীতু, বিপ্লব-অর্পণা, মিলন-বন্যা, রাণী-ডেনিস
নাতি-নাতনী: পাপড়ি, সীমান্ত, রিয়া, রয়েন, মেধা, ঐশ্বর্য, রিমঝিম।

বিজ্ঞ/৩৫৫/২০২৩

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৪২
১৯ - ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৪ - ১০ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

খ্রিস্টরাজের রাজত্বে আমাদের পথচলা

খ্রিস্টমণ্ডলীতে যিশুকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করে খ্রিস্টানদের উপাসনা বর্ষের শেষ রবিবারে খ্রিস্টরাজার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। যিশু খ্রিস্ট রাজা তবে পার্থিব জগতের মানদণ্ডে নয়। ক্ষমতা, সম্মান, ভোগ-বিলাসিতা, শাসন-শোষণের কোন স্থান নেই তাঁর রাজত্বে। তাঁর রাজত্ব পরিপূর্ণ দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালোবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমে।

সর্বাবস্থায় মানুষের মঙ্গল সাধন করার মধ্যদিয়ে যিশুখ্রিস্ট সকলের সামনে একটি মহান আদর্শ। তাঁর ছিল না কোন ধন-সম্পদ বা ঐশ্বর্য। ছিল না ভোগ-বিলাসিতা ও চাকচিক্যময় জীবন-যাপন। তারপরও যিশুকে পৃথিবী ব্যাপী খ্রিস্টবিশ্বাসীরা রাজা বলে অভিহিত করেন। কেননা যিশু ঈশ্বর পুত্র, তিনি স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে সব কিছু। ফলে স্বর্গ মর্তের রাজা তিনি। বাইবেলে উল্লেখ আছে, যাকোব বংশের উপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন, তাঁর রাজত্ব শেষ হবে না কোন দিন। রাজা দাউদের বংশের বলে তিনি রাজা। যদিও তাঁর জন্ম জীর্ণ গোশালায়। জীবনভর মানুষের মঙ্গল করেছেন যিশু। অসুস্থকে সুস্থ করেছেন এমনকি মৃতকেও জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। এত অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েও তিনি নিজেকে নমিত করেছেন, বলিকৃত হয়েছেন নিন্দিত ক্রুশকাষ্ঠে। তিনি বিশ্বের সর্বকালের দীনতম রাজা। ক্রুশকাষ্ঠ তাঁর রাজসিংহাসন, রাজমুকুট হলো কাঁটার মুকুট, সংবিধান হলো ভালোবাসা ও ন্যায্যতা। তিনি প্রজাদের সমস্ত পাপের বোঝা বহন করে ক্রুশের ওপর জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। দানের মধ্যদিয়েই তিনি ধন্য হয়েছেন ও মানুষের অন্তরের রাজা হয়েছেন। যিশু ব্যতিক্রমী রাজা। তিনি দেখিয়েছেন নম্রতা, ভালোবাসা ও ক্ষমার মধ্যদিয়েও শাসন করা যায়। আমরা সকলেই তাঁর রাজত্বের অংশী হতে পারি যদি প্রতিদিনকার জীবনে খ্রিস্টরাজের গুণগুলো তথা দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালোবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেম চর্চা করি।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা মনে করে দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে তারা যিশুর প্রেমের রাজ্যের প্রজা হয়। যারা তাঁর রাজত্ব ও গৌরবের অংশীদার হতে পারবে। খ্রিস্টরাজার সাথে একাত্ম হয়ে আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সবাই রাজা হতে আহূত। রাজার সঙ্গে মিলতে হলে রাজার মত নম্র, বিনয়ী, ক্ষমাশীল ও দয়াশীল হতে হবে। অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যেতে হবে এবং যারা পিছিয়ে ও দূরে আছে তাদেরকে কাছে নিতে হবে। আসলে খ্রিস্টরাজার মহা পার্বণের মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর রাজত্বের যোগ্য প্রজা হিসেবে তাঁর সমস্ত আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করি। এ পৃথিবীতে আমাদের স্থায়িত্ব খুবই কম সময়ের। তাই স্বল্পকালীন সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিজেদেরকে অনন্ত রাজ্যের নাগরিক করার যোগ্য করে তুলি।

দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা খ্রিস্টের পালকীয়, রাজকীয় ও প্রাবক্তিক ভূমিকা লাভ করে। আর প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসীই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এ ভূমিকাগুলো পালন করতে পারেন। রাজকীয় ভূমিকা পালনের অর্থ হলো পরিচালনা দান করা। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী নিজ পরিবারকে পরিচালনা করেন, পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠান, গ্রাম, সমাজ ও ধর্মপল্লী। এই পরিচালনার সময় খ্রিস্টবিশ্বাসীকে অবশ্যই খ্রিস্টের মনোভাব নিয়ে অর্থাৎ 'সেবা পেতে নয় সেবা দিতে' এগিয়ে যেতে হবে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে খ্রিস্টান সমাজের বিভিন্ন ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায়, অনেকেই নেতৃত্বে এগিয়ে আসে এবং নতুন নতুন নেতা সৃষ্টি হয়। যারা নেতা হতে চান তাদেরকে যেমনি সচেতন হতে হবে তাদের মনোভাবের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তেমনি যারা নেতা নির্বাচন করবেন তাদেরকেও সচেতন হতে হবে। দল ও বোতলবাজিতে বিবেক বিসর্জন না দিয়ে সমাজের জন্য যারা ত্যাগস্বীকার ও মঙ্গল আনয়নে সক্ষম সে ধরণের ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করতে হবে। বিজয়ী হবার জন্য পারস্পরিক কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি ও মানহানিকর কথাবার্তা, সম্পর্ক বিনষ্টকারী কাজকর্ম পরিত্যাগ করা একান্তই কাম্য। যারা এ ধরণের কাজগুলোতে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করবে তারা নেতৃত্বে না আসলেই সমাজের জন্য কল্যাণকর।

সমাজের কল্যাণ করাই একজন রাজারূপ নেতার প্রকৃত পরিচয়। যিশুরাজা এমনই নেতা যিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি কথা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় রেখে নেতা ও রাজা হয়েছেন। খ্রিস্টরাজকে আদর্শ মেনে বর্তমান সময়ের রাজাও নেতারা সর্বাবস্থায় মানুষের কল্যাণ করে চলুক॥ †

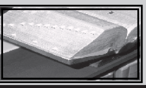

কেননা যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। - মথি ২৫:২৯

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

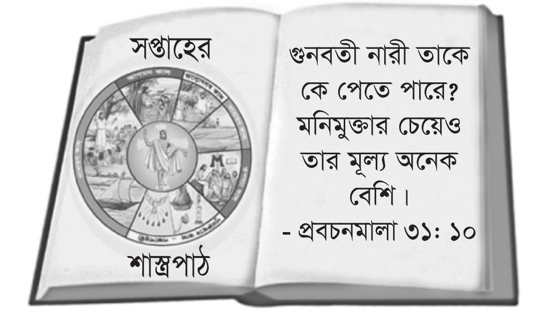

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ - ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৯ নভেম্বর, রবিবার
প্রব ৩১: ১০-১৩, ১৯-২০, ৩০-৩১, সাম ১২৮: ১-৫, ১ থেসা ৫: ১-৬, মথি ২৫: ১৪-৩০ (সংক্ষিপ্ত ১৪-১৫, ১৯-২১)

২০ নভেম্বর, সোমবার
১ মাকা ১: ১০-১৫, ৪১-৪৩, ৫৪-৫৭, ৬২-৬৪, সাম ১১৯: ৫৩, ৬১, ১৩৪, ১৫০, ১৫৫, ১৫৮, লুক ১৮: ৩৫-৪৩

২১ নভেম্বর, মঙ্গলবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার নিবেদন, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের বাণীবিতান থেকে:
জাখা ২: ১৪-১৭, সাম লুক ১: ৪৬-৫৩, মথি ১২: ৪৬-৫০

২২ নভেম্বর, বুধবার
সাধ্বী সিসিলিয়া, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর,
২ মাকা ৭: ১, ২০-৩১. সাম ১৭: ১, ৫-৬, ৮, ১৫, লুক ১৯: ১১-২৮

২৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
১ মাকা ২: ১৫-২৯, সাম ৫০: ১-২, ৫-৬, ১৪-১৫, লুক ১৯: ৪১-৪৪

২৪ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধু এন্ড্রু দুয়াং-লাক, যাজক **এবং সঙ্গীগণ,** ধর্মশহীদগণ, *স্মরণ দিবস*
১ মাকা ৪: ৩৬-৩৭, ৫২-৫৯, সাম ১ বংশাবলি ২৯: ১০খ-১২, লুক ১৯: ৪৫-৪৮

২৫ নভেম্বর, শনিবার
আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও ধর্মশহীদ
১ মাকা ৬: ১-১৩, সাম ৯: ১-৩, ৫, ১৫, ১৮, লুক ২০: ২৭-৪০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৮৪ ব্রাদার আন্তনী রিচার্ড সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার এডলিন গনছালবেস এলএইচসি (বরিশাল)
+ ২০১২ ফাদার এনজো কর্বা পিমে (দিনাজপুর)

২০ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৮৭ ফাদার এমি দুক্লোস সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২১ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৬ ফাদার ম্যাথিও কার্নস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮০ ফাদার ফ্রান্সেস্কো ভিল্লা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৭ ফাদার এডওয়ার্ড ভেটজাল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ সিস্টার এ্যান পল সিএসসি (ঢাকা)

২২ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৪৯ ফাদার জ্যাঁ দে মনতিনি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ সিস্টার আসুন্তা কারাররা পিমে
+ ২০১৩ ফাদার জুলিয়ান রোজারিও (রাজশাহী)

২৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী এড্‌মন্ড আরএনডিএম

২৪ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৪৩ ফাদার মাইকেল ম্যানগ্যান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ সিস্টার এম. জন ফ্রান্সিস পিসিপিএ (ময়মনঃ)
+ ১৯৭৯ বিশপ আম্ব্রোজো গালবিয়াতি পিমে (দিনাজপুর)

২৫ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৯২ ফাদার এলিয়াস রিবেরু (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার মরিস ডি'ক্রুশ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

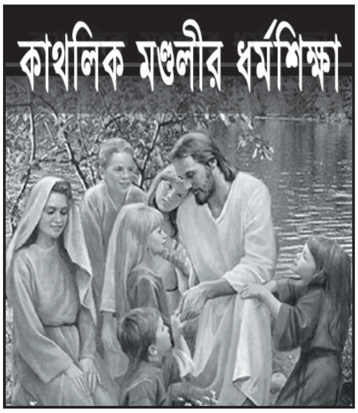

১৬৩৬: খ্রীষ্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টার সংলাপের মাধ্যমে অনেক অঞ্চলে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলো মিশ্র বিবাহে সাধারন পালকীয় নীতি কার্যকরী করতে সক্ষম হয়েছে। এর কাজ হল খ্রীষ্টবিশ্বাসের আলোকে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থায় জীবনযাপন করতে দম্পতিদের সাহায্য করা,পরস্পরের প্রতি ও তাদের নিজস্ব মণ্ডলীর প্রতিত তাদের কর্তব্যের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ দূর করা, এবং ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত তাদের মধ্যে যা সাধারণ তা বিকশিত করতে এবং যা তাদেরকে পৃথক করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করা।

১৬৩৭: ধর্মের ভিন্নতা নিয়ে সম্পাতিদ বিবাহগুলোর মধ্যে কাথলিক স্বামী বা স্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে:"অবিশ্বাসী স্বামী তার স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পবিত্রীত হয়ে ওঠে। "খ্রীষ্টান স্বামী বা স্ত্রী খ্রীষ্টমণ্ডলীর জন্য এক মহা আনন্দের বিষয় হবে যদি এ "উৎসর্গীকরণ", ন-খ্রীষ্টান স্বামী বা স্ত্রীকে স্বত:স্ফূর্তভাবে খ্রীষ্টবিশ্বাসের দিকে মন পরিবর্তন করায়। আন্তরিক দাম্পত্য ভালবাসা, পারিবারিক গুনগুলোর বিনম্র ও ধৈর্যশীল অনুশীলন, এবং অবিরাম প্রার্থনা ন- বিশ্বাসী স্বামী বা স্ত্রীকে মন পরিবর্তনের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে প্রস্তুত করতে পারে।

বিবাহ সংস্কারের ফলসমূহ

১৬৩৮: একটি সিদ্ধ বিবাহের ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন এক বন্ধন সৃষ্টি হয় যা প্রকৃতিগতভাবে স্থায়ী ও একচেটিয়া;উপরন্তু, খ্রীষ্টীয় বিবাহে স্বামী-স্ত্রীরা একটি বিশেষ সংস্কারের মাধ্যমে বলীয়ান হয় এবং যেন তারা তাদের জীবনাবস্থার দায়িত্ব ও মর্যাদার জন্য একপ্রকারে উৎসর্গীকৃত হয়।

বিবাহ বন্ধন

১৬৩৯: স্বামী-স্ত্রীরা সেই সম্মতির দ্বারা পরস্পর একে অন্যকে দান ও গ্রহন করে, তা ঈশ্বর কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত হয়। তাদের এই সন্ধি থেকে "একটি প্রতিষ্ঠান,যা ঐশ বিধান দ্বারা ...এমনকি সমাজের দৃষ্টিতেও সমর্থনপুষ্ট" একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির মধ্যেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সন্ধি সন্নিবেশিত হয়েছে:" খাঁটি দাম্পত্য প্রেম ঐশ্বরিক প্রেমের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট।

১৬৪০: বিবাহ বন্ধন ঈশ্বর কর্তৃক এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পাদিত এবং তা সহবাসে সম্পন্নকৃত বিবাহ-বন্ধন কখনও ছিন্ন করা যায় না। এই বন্ধন, যা দম্পতিদের স্বাধীন মানবীয় ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাদের সহবাসে তা সম্পন্নকৃত হয়, তখন থেকে তা প্রত্যাহারযোগ্য নয় এমন একটি বাস্তবতা, যা সেই সন্ধির জন্ম দেয়, যা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা তাতে নিশ্চয়তা দান করে। এই ঐশ প্রজ্ঞার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা খ্রীষ্টমণ্ডলীর নেই।

বিবাহ সংস্কারের অনুগ্রহ

১৬৪১: খ্রীষ্টীয় স্বামী-স্ত্রীগণ তাদের জীবনাহ্বান ও জীবনযাত্রা অনুযায়ী ঐশ জনগণের মধ্যে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। বিবাহ সংস্কারের এই নির্দিষ্ট ও আপন অনুগ্রহ, দম্পতিদের ভালবাসায় পরিপূর্ণতা আনার এবং তাদের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য বলীয়ান করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এই অনুগ্রহ "তাদের বিবাহিত জীবনে পবিত্রতা অর্জন করতে এবং সন্তান গ্রহণ করতে ও তাদের গঠন শিক্ষা দিতে একে অন্যকে সাহায্য করে"।

ঐশ জনগণের প্রতি বিশপদের সভার ষোড়শ সাধারণ সমাবেশের পত্র

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

বিশপদের সভার ষোড়শ সাধারণ সমাবেশের প্রথম পর্বের কার্যক্রমসমূহের সমাপ্তিলগ্নে, আমরা সকলে যে সুন্দর ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় বাস করেছি তার জন্য আপনাদের সকলের সঙ্গে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের সকলের সঙ্গে আমরা গভীর মিলন-বন্ধনে এই আশীর্বাদিত সময় যাপন করেছি। আমরা আপনাদের প্রার্থনার সমর্থন পেয়েছি, আমরা আপনাদের প্রত্যাশা, আপনাদের প্রশ্নসমূহ বহন করেছি আর সেইসাথে আপনাদের সাথে আপনাদের ভীতিও ধারণ করেছি। দুই বছর পূর্বে পোপ ফ্রান্সিস যেমনটা অনুরোধ করেছিলেন, সেই অনুযায়ী শ্রবণ ও নির্ণয়নের একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনায় "একসঙ্গে যাত্রার" উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, যা সকল ঐশজনগণের জন্যই উন্মুক্ত ছিল, কেউই বাদ পড়েনি। এই ঐশ জনগণ হলো যিশুখ্রিস্টকে অনুসরণে যুক্ত প্রেরণকর্মের শিষ্যদল।

যে সভায় আমরা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে রোমে মিলিত হয়েছি তা এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। নানান দিক থেকে এটা ছিল একটা অভূতপূর্ণ অভিজ্ঞতা। প্রথমবারের মতো, পোপ ফ্রান্সিসের আমন্ত্রণে একই টেবিলে বসতে খ্রিস্টভক্ত নর-নারীগণ তাদের দীক্ষাস্নানের গুণে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন যেন তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন, আর তা শুধুমাত্র আলোচনায় অংশগ্রহণ নয় বরং বিশপদের সিনডের এই সভার ভোট প্রক্রিয়ায়ও অংশগ্রহণের জন্য। আমাদের আহ্বান, আমাদের ক্যারিজম ও আমাদের সেবাকর্মের পরিপূরক হিসেবে, আমরা একত্রে গভীরভাবে ঐশবাণী ও একে অপরের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে শ্রবণ করেছি। পবিত্র আত্মার পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা প্রতিটি মহাদেশ থেকে আমাদের সমাজের সম্পদ ও দরিদ্রতা নম্রভাবে সহভাগিতা করেছি আর এর মধ্য দিয়ে আমরা আবিষ্কার করতে চেয়েছি পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে আজ কী বলতে চান। এভাবে আমরা ল্যাটিন ঐতিহ্য ও প্রাচ্য খ্রিস্ট মণ্ডলীর ঐতিহ্যের মধ্যকার পারস্পরিক বিনিময় এগিয়ে নেয়ার গুরুত্বও অভিজ্ঞতা করেছি। অন্য মণ্ডলী ও মাণ্ডলিক সমাজের ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিনিধিবর্গের অংশগ্রহণ আমাদের আলাপ-আলোচনাকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি বৈশ্বিক সংকটের পটভূমিতে, যার ক্ষত এবং কলঙ্কজনক বৈষম্য আমাদের হৃদয়ে নিদারুণভাবে অনুরণিত হয়েছে এবং আমাদের কাজে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, বিশেষভাবে যেহেতু আমাদের মধ্যকার কয়েকজন সেইসব স্থান থেকে এসেছেন যেখানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা ভয়াবহ হানাহানির শিকার জনগণের জন্য প্রার্থনা করেছি; আমরা সেইসব মানুষদের কথাও ভুলে যাইনি যারা দুর্দশা ও দুর্নীতির দ্বারা তাড়িত হয়ে অভিবাসনের ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নিয়েছেন। আমরা সারা পৃথিবীর সেইসব নর-নারীদের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি ও সৌহার্দ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যারা ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনে কাজ করছে।

পোপ মহোদয়ের আমন্ত্রণে, আমরা নীরবতার জন্য যথেষ্ট স্থান রেখেছিলাম যেন পারস্পরিক শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার প্রেরণায় আমাদের মধ্যকার মিলনের প্রত্যাশা বৃদ্ধি করা যায়। প্রারম্ভিক আন্তঃমাণ্ডলিক সান্ধ্যপ্রার্থনার সময়ে, আমরা অভিজ্ঞতা করেছি কিভাবে ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকে নিয়ে নীরব মনন আমাদের মধ্যে একতার তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে তোলে। বাস্তবিক, ক্রুশই হলো আমাদের প্রভুর একমাত্র সিংহাসন যিনি জগতের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে দান করে দেয়ার পর তাঁর শিষ্যদেরকে পিতার কাছে ন্যস্ত করেন যেন তারা "সকলে এক হতে পারে" *(যোহন ১৭:২১)*। খ্রিস্টের পুনরুত্থানে অর্জিত আশায় দৃঢ়ভাবে এক হয়ে আমরা আমাদের সকলের বসতবাটিকে তাঁর কাছে ন্যস্ত করি যেখানে পৃথিবী ও দরিদ্রদের কান্না ক্রমাগত জরুরী হয়ে পড়ছে: "ঈশ্বরের প্রশংসা হোক", যেমনটা পোপ ফ্রান্সিস আমাদের কাজের শুরুতে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

দিনে দিনে আমরা আরো গভীরভাবে পালকীয় ও প্রৈরিতিক মন-পরিবর্তনের আহ্বান অনুভব করছি। কেননা মণ্ডলীর আহ্বান হলো মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা, আর তা নিজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে বরং অপরিসীম ভালবাসার সেবায় নিজেকে স্থাপন করার মধ্য দিয়ে, যে ভালবাসায় ঈশ্বর জগতকে ভালবেসেছেন *(দ্র: যোহন ৩:১৬)*। সাধু পিতরের চত্বরের কাছে গৃহহীন জনগণের কাছে যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল এই সিনড উপলক্ষে মণ্ডলীর বিষয়ে তাদের প্রত্যাশা কী, তখন তার উত্তর দিয়েছিল: "ভালবাসা!" মণ্ডলীর হৃদয়-গভীরে সর্বদা এই ভালবাসা অবশ্যই থাকতে হবে, যা হলো ত্রিত্বীয় ও খ্রিস্টপ্রসাদীয় ভালবাসা" যেমনটা পোপ ফ্রান্সিস বালক যিশুর ভক্তা সাধ্বী তেরেজার বাণী স্মরণ করে গত ১৫ অক্টোবর, সমাবেশের মধ্যবর্তী সময়কালে উল্লেখ করেছেন। এটা হলো "আস্থা" যা আমাদের মনোবল দান করে ও অন্তরস্থ স্বাধীনতা দান করে। আমরা তা অভিজ্ঞতা করেছি, দ্বিধা না করেই স্বাধীনভাবে ও নম্র হয়ে আমরা আমাদের মিল, অমিল, আকাঙ্ক্ষা ও প্রশ্ন ব্যক্ত করেছি।

আর এখন? আমরা আশা করি যে অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাদের দিকে এগিয়ে যেতে সামনে যে মাসগুলো রয়েছে সেখানে "সিনড" শব্দটিতে যে প্রেরণমূলক মিলনের প্রত্যেকে সুনির্দিষ্টভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এটা আদর্শবাদের বিষয় নয়, কিন্তু প্রৈরিতিক ঐতিহ্যে প্রোথিত এক অভিজ্ঞতার বিষয়। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে পোপ ফ্রান্সিস যেমনটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "মিলন ও প্রেরণকর্ম শুধুমাত্র তত্ত্বগত কিছু একটা হয়ে পড়ে থাকার ঝুঁকি রয়েছে, যদি না আমরা সকলের পক্ষ থেকে প্রকৃত অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে এটাকে মণ্ডলীর একটি চর্চার মধ্যে পরিচর্যা করি যা *সিনডীয় যাত্রার সুনির্দিষ্টতাকে* প্রকাশ করে" *(অক্টোবর ৯, ২০২১)*। এতে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ ও অগনিত প্রশ্ন রয়েছে: প্রথম সেশনের সন্নিবেশিত রিপোর্ট সেইসব দিকগুলোকে সুনির্দিষ্ট করবে যেখানে আমরা ঐক্যমতে পৌঁছেছি; এটা উন্মুক্ত প্রশ্নসমূহে আলোকপাত করবে, আর আমাদের কাজ কিভাবে এগিয়ে যাবে সে নির্দেশণা দেবে।

নির্ণয়নে এগিয়ে যাবার জন্য দরিদ্র থেকে শুরু করে সবার কথা শোনা একান্তভাবে প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন পথ পরিবর্তন যা প্রশংসারও একটি পথ: "হে পিতা, হে স্বর্গ-মর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ এই সবকিছু তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে গোপন রেখেছ, আর ছোট শিশুদের কাছে তা প্রকাশ করেছ *(লুক ১০:২১)*! এর অর্থ হলো সমাজে যাদের কথা বলার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে বা যারা নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করে, এমনকি মণ্ডলীর কাছ থেকেও, তাদের কথা শোনা; যারা সকল প্রকার বৈষম্যের শিকার তাদের কথা শোনা- বিশেষ করে কোন কোন অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য যাদের সংস্কৃতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। সর্বোপরি, বর্তমান সময়ের মণ্ডলীর একটি কর্তব্য হলো পরিবর্তনের চেতনায় তাদের কথা শ্রবণ করা যারা মণ্ডলীর সদস্যদের কারা অপব্যবহারের স্বীকার হয়েছেন, এবং মণ্ডলী যেন নিজেকে সুনির্দিষ্টভাবে ও কাঠামোগতভাবে নিয়োজিত হয় যা এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হওয়া নিশ্চিত করবে।

মণ্ডলীর প্রয়োজন ভক্তজনগণ, নর-নারীর কথাও শোনা যারা সকলেই তাদের দীক্ষাস্নানের গুণে পবিত্রতায় আহূত হয়েছে: ধর্মশিক্ষকদের সাক্ষ্য শোনা, অনেক পরিস্থিতিতে তারাই হলেন মঙ্গলসমাচারের প্রথম ঘোষক; ছোট ছেলেমেয়েদেয় সরলতা ও প্রাণবন্ততা, যুবাদের উদ্দীপনা, তাদের প্রশ্ন আর তাদের অনুনয় শ্রবণ করা; প্রবীণদের স্বপ্ন, তাদের প্রজ্ঞা ও তাদের স্মৃতি শ্রবণ করা; মণ্ডলীর প্রয়োজন পরিবারের কথা শোনা, তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের ভাবনা, জগতে তারা যে খ্রিস্টীয় সাক্ষ্য প্রদান করছে তা শ্রবণ করা। মণ্ডলীর প্রয়োজন তাদের কণ্ঠস্বরকেও আমন্ত্রণ জানানো যারা ভক্তজগণের জন্য নির্ধারিত সেবাকর্মে এবং নির্ণয়নে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোতে জড়িত হতে চান।

সিনডীয় নির্ণয়ন প্রক্রিয়ায় আরো অগ্রসর হওয়ার জন্য মণ্ডলীর বিশেষভাবে প্রয়োজন হলো অভিষিক্ত সেবাকর্মীদের কথা ও অভিজ্ঞতা জড়ো করে আনা: যাজকগণ, যারা বিশপদের প্রাথমিক সহযোগী, যাদের সংস্কারীয় সেবাকাজ সমগ্র ভক্তমণ্ডলীর জীবনের জন্য অপরিহার্য; ডিকনগণ যারা দুর্বলতমদের প্রতি তাদের সেবাকর্মের মধ্যদিয়ে সমগ্র মণ্ডলীর যত্নশীলতাকে তুলে ধরে। মণ্ডলীর আরো প্রয়োজন সন্ন্যাসব্রতী জীবনের প্রাবক্তিক কণ্ঠস্বরের দ্বারা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে দেওয়া। মণ্ডলীর আরো প্রয়োজন তাদের প্রতিও মনযোগী হওয়া, যারা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী নন কিন্তু তারা সত্যের অনুসন্ধানী এবং যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা "নিস্তার-রহস্যের অংশীদার হওয়ার সুযোগ দান করেন" *(বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী ২২, ৫)*, তিনি বিদ্যমান ও সক্রিয়।

"আমরা যে জগতে বাস করছি, যে জগতকে আমরা মতভেদ সত্ত্বেও ভালবাসতে ও সেবা করতে আহূত, এই জগত দাবী করে যে মণ্ডলী যেন তাঁর প্রেরণকর্মের সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরো শক্তিশালী করে। সিনডীয় যাত্রার ঠিক এই পথটাই ঈশ্বর মণ্ডলীর কাছ থেকে এই তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রত্যাশা করছেন" *(পোপ ফ্রান্সিস, অক্টোবর ১৭, ২০১৫)*। এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য আমাদের ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। মণ্ডলীর মাতা মারীয়া, যিনি যাত্রাপথের শুরুতে রয়েছেন তিনি আমাদের তীর্থযাত্রায় সহযাত্রা করেন। আনন্দ ও বেদনায়, তিনি তার পুত্রকে প্রদর্শন করেন এবং আমাদেরকে আস্থা রাখার জন্য আহ্বান জানান। আর যিশুখ্রিস্ট হলেন আমাদের একমাত্র আশা।

ভাটিকান সিটি, অক্টোবর ২৫, ২০২৩

ভাষান্তর : ফাদার তুষার গমেজ

শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ১৯৬৬ ইং. নিবন্ধন নং - ১৪/১৯৮৮, ১ম সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৭২/২০০৮,

২য় সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৩৮/২০১৫, গ্রাম: শুলপুর, ডাকঘর: শিকারপুর নিমতলা-১৫৪০, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সিগঞ্জ।

মোবাইল নম্বর- ০১৭১৫০৩৮৫৪৭, ০১৩০৪৯৬৬৪৪৭, ই-মেইল : solepurcccul@yahoo.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ১৯-১১-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা **"শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"** এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮-১২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার শুলপুর গির্জা কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০টায় সময় অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে ।

অতএব, সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ উপরোক্ত নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সদয় উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবান পরামর্শ, সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করে বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

উল্লাস গমেজ
চেয়ারম্যান
পরিচালক মণ্ডলী
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

সনি খ্রীষ্টফার পেরেরা
সেক্রেটারি
পরিচালক মণ্ডলী
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(ক) কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাঁহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না (সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ধারা ৩৭)।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে ০৮-১২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৮:৩০ টা থেকে ৯:৪৫ টার মধ্যে সভা অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করতঃ খাদ্য কুপন ও লটারী কুপন সংগ্রহ করতে হবে। খাবার পরিবেশন করা হবে দুপুর ১:০০ টা হতে ২:৩০ টা পর্যন্ত।

বিজ্ঞ/৩৫৭/২৩

কী বার্তা দিচ্ছে খ্রিস্টরাজার পার্বণ

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

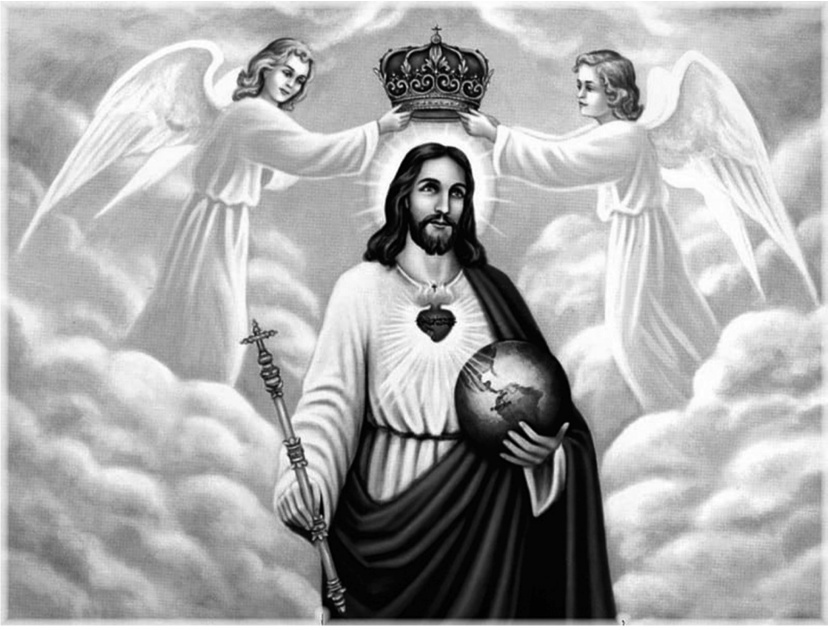

খ্রিস্টরাজার রাজত্ব মানুষের হৃদয়ে। তার রাজত্ব ভালোবাসার রাজত্ব। এই ভালোবাসার চরম নিদর্শন দেখাতে গিয়ে নিজেকে রিক্ত করে ক্রুশে ঝুলে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। ক্রুশেই খ্রিস্টরাজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। খ্রিস্টরাজার মহাপর্বোৎসবে আমাদের অনুধ্যানের বিষয়, বিশ্ব রাজ যিশু খ্রিস্টের ন্যায় আমরা কী মানব উন্নয়ন অগ্রগতির চিন্তায় বিভোর? শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কাজে আমরা কী সম্পৃক্ত? মানুষের মাঝে শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি? বাস্তচ্যুত মানুষ. ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি, প্রান্তিক/পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে পথ চলি? পবিত্র শাস্ত্রের অনুপ্রেরণায় আমরা কিভাবে দয়ার মিশনকর্ম ও সাক্ষ্যদান করতে পারি? বিভিন্ন ধরনের অসহায় মানুষের কথা ভেবে আমরা কি দারুণ কষ্ট অনুভব করি?

খ্রিস্ট রাজার বিষয়ে বাইবেলীয় উদ্বৃতি

শান্তি দিতেই শান্তিরাজ যিশুর আগমন এই পৃথি বীতে। প্রবক্তা জাখারিয় বলেছেন, "সেই যে রাজা আসছেন, তিনি হবেন নম্র, কোমল-হৃদয়, শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্রই স্থাপিত হবে" *(জাখারিয় ৯: ৯-১০)*। " তখন তাঁকে দেওয়া হল সমস্ত প্রভুত্ব, মহিমা ও রাজত্ব যাতে সমস্ত জাতি, গোষ্ঠী ও ভাষার লোক তাঁরই সাব করে। তাঁর প্রভুত্ব; তা লোপ পাবার নয়, তাঁর রাজত্বও কোন দিন বিনষ্ট হবার নয়"। *(দানিয়েল ৭:১৪)*। মানুষের মুক্তির জন্য যাকে পাঠানো হবে তাঁর নাম : অনন্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিমান ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তিরাজ। *(ইসাইয়া ৯:৭)*। মহাদূত গাব্রিয়েল মারীয়াকে জানিয়েছিলেন, "প্রভু ঈশ্বর তাঁকে দেবেন তাঁর পিতৃপুরুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন। তিনি ইস্রায়েলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন ও তাঁর রাজত্বের কখনো শেষ হবে না" *(লুক ১: ৩২-৩৩)*। পিলাত যিশুকে বলেছিলেন: "তুমি কি ইহুদীদের রাজা: আপনি নিজেই তো বলছেন, আমি রাজা। সত্যের স্বপক্ষে যেন সাক্ষী দিতে পারি, এই জন্যই আমি জন্মেছি, এই জন্যই এই জগতে এসেছি। সত্যের মানুষ যারা, তারা প্রত্যেকেই আমার কথা শোনে" *(যোহন ১৮:৩৩,৩৭)*। "ক্রুশে টাঙ্গিয়ে রাখা অপকর্মাদের মধ্যে অন্যজন বলল, "যিশু আপনি যখন একদিন রাজত্ব করতে আসবেন, তখন আমার কথা একটু মনে রাখবেন!" *(লুক ২৩: ৪৩)*।

মণ্ডলীর উপাসনা অনুষ্ঠানে বিশ্বরাজ খ্রিস্ট

কাথলিক মণ্ডলী সারা বছর ধরেই প্রার্থনা ও উপাসনায় যিশু খ্রিস্টকে রাজারূপে প্রকাশ ও উপস্থাপন করেন। বিশ্বরাজ খ্রিস্টকে সামনে রেখে মণ্ডলী আরম্ভ করেন নতুন উপাসনা বছর। বছরটা শুরু হয় ঐশরাজ খ্রিস্টের আগমন প্রত্যাশা নিয়ে। এই আগমনকালে মণ্ডলী শোনান রাজাধিরাজের আগমন বার্তা। তাকে বরণ করার জন্য চালান প্রস্তুতি ও আয়োজন। বড়দিনে পাই রাজাধিরাজরূপে। আত্মপ্রকাশের পর্বদিনে খ্রিস্ট পরিচয় দেন বিশ্বচরাচরের রাজারূপে। "ভূমিষ্ট হয়ে তারা তাকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের রত্নপেটিকা খুলে তাকে উপহার দিলেন সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস *(দ্র: মথি ২:২১, সাম ৭২)*। স্বর্ণ উপহার দেওয়ার মধ্যদিয়ে তারা তাঁর রাজকীয় ঈশ্বরত্বের উপাসনা করলেন। যাতনাভোগরে সময় ক্রুশে অর্পিত বেদনার রাজা আমাদের পরিত্রাণের সবকিছু সমাধা করে ক্রুশ থেকে হাত বাড়িয়ে সকলকে বুকে টেনে নিলেন। পুনরুত্থানে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী রাজারূপে কবর থেকে উঠে এসে আমাদের সকল বেদনাকে করলেন আনন্দে রূপান্তরিত। স্বর্গারোহণে তিনি মহাগৌরবে অবরোহন করেন স্বর্গের সিংহাসনে।

কী বার্তা দিচ্ছে খ্রিস্টরাজার পার্বণ?

খ্রিস্টীয় প্রেম ও সেবার পথে চলার জন্য খ্রিস্টরাজ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে আহ্বান করেন। যদিও তিনি সৃষ্টির অধিকর্তা তবুও জাগতিক অর্থে তাঁর কোন ঐশ্বর্য ছিল না। তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের দীনতম রাজা। দীনবেশে তিনি গোশালাতে জন্মেছেন। কারও প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব নেই। অসহায় দুর্বলদের সাথে একাত্ব হয়েছেন, যারা অস্পৃশ্য- অপাংক্তেয় তাদের মর্যাদা ও অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

যিশুর কোন নিরাপত্তা প্রহরী ছিল না। যিশুকে ১২ জন শিষ্য খুব ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ করলেও তারা তাঁর দেহরক্ষী ছিল না। গেৎসিমানী বাগানে পিতর মেলখাসের কান কেটে দিলেও তাতে যিশুর স্বীকৃতি ছিল না বরং যিশু পিতরের প্রতিরক্ষামুলক আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন *(দ্র: লুক ২২:৪৯-৫০)*। অসংখ্য লোক যিশুর সঙ্গে উঠাবসা করলেও তাদের বেশির ভাগ ঘুরেছে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, যিশুর নিরাপত্তা বিধানের জন্য নয়।

তাঁর রাজত্বে নেই ক্ষমতার আস্ফালন, অস্ত্রের ঝনঝনানী। তার রাজত্বে নেই ভৌগলিক বা রাজনৈতিক গণ্ডিসীমা। পৃথিবীর বিস্তার যতদূর, মানব জাতির বিস্তার যতদূর ততদূরই তাঁর রাজত্ব। খ্রিস্টরাজার সিংহাসন হলো তৎকালীন ঘৃণিত অথচ আজকের পবিত্র ক্রুশ কাষ্ঠ। রাজমুকুট হলো কাঁটার মুকুট। তাঁর রাজ্যের সংবিধান হলো ভালোবাসা ও ন্যায্যতা। সেবা হলো তাঁর প্রশাসন এবং ক্ষমা হলো তার উপহার।

ভক্তজন সাধারণের রাজকীয় সেবাকাজ

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল, 'খ্রিস্টমণ্ডলী' বিষয়ক সংবিধানে ৩৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : প্রভু চান যেন তাঁর রাজ্য বিশ্বাসী ভক্তজনসাধারণের দ্বারা বিস্তার লাভ করে। খ্রিস্টের রাজ্য হলো জীবন ও সত্যের রাজ্য, পবিত্রতা ও অনুগ্রহের রাজ্য, ন্যায্যতা ও প্রেমের রাজ্য" *(দ্র: বিশ্বরাজ খ্রিস্টের মহোৎসবে খ্রিস্টযাগের ধন্যবাদ স্তুতি)*।

দীক্ষাস্নানের গুণে আমরা সবাই খ্রিস্টের রাজকীয় ভূমিকার অংশীদার। ক্ষমতা, আধিপত্য বা কর্তৃত্বলিপ্সু না হয়ে বরং দুঃখী অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজে প্রেম, শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিনকার জীবনে আমরা খ্রিস্টের রাজকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারি। খ্রিস্টের রাজকীয় মর্যাদা পেতে হলে খ্রিস্টের মত বিনয়ী, নিঃস্বার্থ হতে

হবে। খ্রিস্টের সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমাদের কণ্ঠে সর্বদাই অনুরণিত হোক কবি গুরুর কথা -” আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?

খ্রিস্টরাজার আর্দশে জীবনের পথ চলা

রাজাধিরাজ খ্রিস্ট পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট। জগতের শেষদিনে তিনি মহাপ্রতাপে ও পরাক্রম সহকারে পুনরাগমন করবেন জীবিত ও মৃতের বিচারক হয়ে। খ্রিস্টরাজার মহাপর্বোৎসবে ন্যায্যতা ও সততা নিষ্ঠায় পথ চলার প্রত্যয়। খ্রিস্টরাজার পার্বণ ভ্রাতৃত্বের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হই। গাজায় বাস্তুচ্যুত হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে যারা তাদের কথা ভাবি। গাজায় ভয়াবহ অমানবিক পরিস্থিতি - ফিলিস্তিনদের গণহত্যা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চিরতরে দূর যাক। উচ্চারিত হোক 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

বর্তমান জগতের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, দুর্নীতির মহোৎসব বন্ধ হোক। অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে : 'দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন' নামক প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। ভয়াবহ অভিযোগ হচ্ছে, বেকার ও দরিদ্রদের এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। পিছিয়ে থাকে দরিদ্র অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বিষয়টি। প্রকল্পের কোন জবাবদিহিতা নেই। বরাদ্দের টাকা নয় ছয় হচ্ছে। বেকার ও দরিদ্রদের কোন উপকার হয় না। প্রশ্ন কেন প্রকল্প চালু রাখা হয়।

পোপ ফ্রান্সিস দ্বারা রচিত 'মঙ্গলবার্তার আনন্দ' ৫৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে : "দীনদরিদ্রদের আর্তনাদ দিন দিন হৃদয়বিদারক হয়ে উঠছে। "আমরা দূরে ফেলে দেওয়া"র এক সংস্কৃতি গড়ে তুলছি। (*"মঙ্গলবার্তার আনন্দ", অনুচ্ছেদ ৫৩*)। "দরিদ্রদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার মতো সহানুভূতি প্রকাশ করতে আমরা অক্ষম হই। তাদের আর্তনাদ আমাদের কর্ণকুহরে পৌঁছায় না। তাদের দুর্দশা আমাদের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়"। পোপ ফ্রান্সিস দীন দরিদ্র মানুষকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন। (*"মঙ্গলসমাচারের আনন্দ", অনুচ্ছেদ ১৮৬-১৮৭*)।

উপসংহার

পোপ একাদশ পিউস ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বরাজ খ্রিস্টের মহোৎসবটি সমগ্র মণ্ডলীতে পালন করার নির্দেশ দান করেন। এ পর্ব পালনের উদ্দেশ্য হলো খ্রিস্টকে রাজা বলে স্বীকার করা, তাঁর প্রতি নুতন করে আনুগত্য স্বীকার করা। তাঁর রাজ্যের প্রজা হিসাবে তার সমস্ত নীতি নির্দেশ মেনে চলতে প্রতিজ্ঞা নবায়ন করা। খ্রিস্ট রাজা। তিনি রাজাধিরাজ। এই রাজপদে তাঁর অনাদি পিতাই তাকে অভিষিক্ত করেছেন অনন্তকাল ধরে। জন্মকালে তাঁর এই বিশিষ্ট পদমর্যাদার জন্য তিনি পেয়েছিলেনর সমীচিন উপহার। স্বর্ণ দিয়ে হয়েছিল তার অভ্যর্থনা।

আসুন আমরা আত্মপরীক্ষা করে দেখি আমাদের জীবনে খ্রিস্টের সিংহাসন কতটা স্থায়ী ও সুদৃঢ়। আমাদের জীবনে খ্রিস্টের বাস্তব ও কার্যকর দখল কতখানি? আমরা কি সকল প্রকার অন্যায়, মন্দতা, অমঙ্গল রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার রাজত্ব মেনে নেই? তার আনুগত্য স্বীকার করি? আজকে আমাদের সবার প্রার্থনা হোক : হে রাজাধিরাজ খ্রিস্ট আমাদের তোমার যোগ্য প্রজা করে তোল। আমাদের চেষ্টা ও সংকল্প হবে যেন সর্বপ্রথম নিজ নিজ অন্তরে খ্রিস্টের রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। প্রার্থনা করি : 'তোমার রাজ্য আসুক প্রভু'।। ৯

বিশ্বরাজ যিশুখ্রিস্ট : অনন্ত প্রেমের রাজা

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

আরম্ভ: **"তুমি** তো রাজা জন্ম দ্বারা হে যিশু, ঈশ্বরের পুত্র। তোমার রাজ্য হোক জগৎ সারা সব বাঁধো দিয়ে প্রেমসূত্র"। আমরা গল্পে হয়তো শুনেছি, টিভিতে দেখেছি অথবা বইয়ে পড়েছি এক দেশে ছিল এক রাজা। ছোটবেলা ঠাকুমা'রা ঘুমের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজা কিংবা জোলা'র গল্প আমাদের শুনাতেন। তাই প্রত্যেকের মনে কম বেশি ধারণা রয়েছে রাজা, রাজ্য এবং রাজত্ব সমন্ধে। রাজা শব্দটা যখন শুনি তখন আমাদের মনে একটি চিত্র ভেসে ওঠে। রাজার শরীরে থাকবে জমকালো পোষাক, গলায় স্বর্ণালংকার, মাথায় স্বর্ণের মুকুট। রাজার চলনে-বলনে-আচরণে একটা অন্য রকম ভাব থাকবে। এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ জগতের রাজাকে এভাবে-ই দেখে, শুনে এবং পড়ে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের খ্রিস্টরাজা ভিন্ন একটি রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্ট রাজার জন্মের সময় যোসেফ মারীয়া কোন স্থান খুঁজে পাননি। অবশেষে স্বর্গমর্ত্যের রাজাকে কিনা গোশালায় যাবপাত্রে জন্ম নিতে হল। তিনি শরীরে জমকালো পোষাকের পরিবর্তে আমাদের সমস্ত পাপ পরিধান করেছেন, গলায় স্বর্ণ অলংকার এর পরিবর্তে কাঁধে তুলে নিয়েছেন ক্রুশ, মাথায় স্বর্ণের মুকুট এর পরিবর্তে পরিধান করেছেন কাঁটার মুকুট।

রাজার জন্ম: "কোন এক সময় পাচ্যদেশ থেকে কয়েকজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত জেরুসালেমে এলেন। এসেই তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইহুদীদের যে রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়? কারণ আমরা তাঁর তারাটি উদিত হতে দেখেছি এবং আমরা এসেছি তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে" (*মথি ২:১-২*)। আমাদের মহান রাজা দীনবেশে এ পৃথিবীতে এসেছেন যেন তিনি দীনহীন পাপীদের জীবন দিতে পারেন। 'আমি এ জগতে এসেছি যেন মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরিভাবে পায়'। আমাদের রাজা, মুক্তিদাতা পাপীদের জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। পাপীর বাড়ীতে তিনি নিমন্ত্রণ খেয়েছেন। তিনি জাখেয়ের বাড়ীতে অতিথী হয়ে গেলেন। তাঁর জন্ম হয়েছে গরীব-দুঃখী, অভাবী-অবহেলিত, পঙ্গু-খোঁরা, কানা-বোবা, অপদূতে পাওয়া, বিধবা ও মৃত মানুষকে জীবন দানের জন্য। তাঁর আগমনে মানুষ নতুন জীবন পেয়েছে।

রাজার মুকুট: সত্যিকারের ভালোবাসায় অনেক কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার থাকে। সবাই ভালোবাসা চায় কিন্তু সবায় ভালোবাসতে পারে না। সোনার মধ্যে যেমন খাদ থাকে তেমনি জগতের মানুষের ভালোবাসাও খাদমিশ্রিত। ভাবসম্প্রসারণে আছে- 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে'। জগতের মানুষের প্রত্যাশা মাথায় বিজয় মুকুট পড়া। স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, স্বাধীনভাবে কেউ পাগল না হলে ভালোবেসে কাটার মুকুট গ্রহণ করে না। কিন্তু আমাদের জীবন-দেবতা, মুক্তিদাতা রাজাধিরাজ কাটার মুকুট বেছে নিলেন। জগতের পাপ হরণ করতে তিনি কাঁটার মুকুটকে অনন্য মর্যাদায় উন্নীত করলেন। তিনি বিনা দোষে আমাদের পরিত্রাণের জন্য কাঁটার মুকুট শিরে ধারণ করে ক্রুশে মৃত্যু মেনে নিলেন।

রাজার বিছানা: ভাল বিছানা কে না আশা করে? দিন শেষে প্রত্যেকজন মানুষই চায় বিশ্রাম আর এ বিশ্রামের জন্য চাই ভাল বিছানা। জগতের মানুষ পরিশ্রম করে, কষ্ট-স্বীকার করে সব কিছুই আরাম আয়েশের জন্য, সুখের জন্য বা ভাল বিশ্রামের জন্য। কিন্তু আমাদের রাজা মুক্তিদাতা গোশালায় গরু-ভেড়া-ছাগলের সাথে শয্যা পেতেছেন। অপমান, অপবাদ, লাঞ্ছনা, ঘৃণা, কষ্ট সব মাথা পেতে নিয়েছেন। পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসিতাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগস্বীকারের জীবন বেছে নিয়েছেন। জগৎত্রাতা প্রভু যিশু ক্রুশের বিছানায় স্বেচ্ছায় শয্যা মেনে নিলেন। তিনি সহজ, সরল, দীন, নম্র জীবন যাপন করে স্বর্গমর্ত্যে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রাজার প্রধান অস্ত্র- পবিত্রতা: কষ্টভোগী রাজা সবকিছুর ওপরে স্থান দিয়েছেন গৌরবময় পবিত্রতা, যা ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। কৌমার্যতা পালনের ফলে

মানুষের মধ্য এক ধরণের আগুন অনবরত জ্বলতে থাকে যার ফলে ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য, তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাওয়া যায়। সাধু আম্ব্রোজ বলেন, 'ব্রহ্মচর্য হল শুচিতার যজ্ঞ'। শুদ্ধতা, পবিত্র জীবন যাপন শুধুমাত্র কথায় নয় বরং কাজে, প্রতিদিনকার জীবন যাপনে। কোন পাপ কখনো ঈশ্বর পুত্র যিশুকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি আমাদের পাপ হরণ করেছেন কিন্তু নিজে পবিত্র ছিলেন। এই পবিত্রতার সাথে জড়িত দেহ+মন+আত্মা। পবিত্রতা দ্বারা যে কোন অসাধ্য কাজ, মহান কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব এ জগতে। "তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনি পবিত্র হয়ে ওঠ" (*মথি ৫:৪৮*)।

রাজার সংবিধান- ভালোবাসা ও ক্ষমা: খ্রিস্টরাজা হচ্ছেন ভালোবাসার রাজা, তিনি স্থাপন করেছেন ভালোবাসার রাজ্য। তাঁর ভালোবাসার চরম প্রকাশ হচ্ছে পৃথিবীতে মানব দেহ ধারণ করা। তিনি আমাদের এতই ভালোবেসেছেন যে তিনি নিজের জীবন আমাদের মুক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। তিনি নিজে সেতু হয়েছেন যেন আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর মধ্যদিয়ে অনন্তের পথে যেতে পারি। প্রজা কখনও ভুল করলে তাকে শাস্তি পেতে হয় এমকি মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়। আমাদের রাজা এক নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছে তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন, "পিতা এদের ক্ষমা কর" (*লুক ২৩:৩৪*)। আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরাও আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করি। তিনি শুধু ক্ষমা করতেই বলেননি- "তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে ভালোবাস" (*মথি ৫:৪৪*)। তিনি অন্যায়কারীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু ক্ষমাও করেছেন আবার ভালোও বেসেছেন।

রাজার আদর্শ- সেবা: রাজাদের সেবা দেবার জন্য অনেক দাস দাসী, কর্মী থাকে। যারা সবসময় তাকে সেবা দিয়ে যায়। কিন্তু খ্রিস্টরাজার কোন দাসদাসী ছিল না সেবা করার জন্য। তিনি বলেন, "আমি এ জগতে এসেছি সেবা পাবার জন্য নয় বরং সেবা করার জন্য" (*মার্ক ১০:৪৫*)। তিনি আমাদের নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছেন, যা সাধারণত দাস-দাসীরা করে থাকে কিন্তু তিনি একজন রাজা হয়েও তা করে আমাদের শিখিয়েছেন সেবা ও নম্রতার আদর্শ। তিনি শুধু মুখে বলেননি বরং আগে নিজে করেছেন এবং আদেশ দিয়ে গেছেন যেন আমরাও ঠিক তাই করি। তাঁর আদর্শ হচ্ছে আগে নিজে কর, তারপর অন্যদের সেই কাজ করতে আদেশ কর। আমি যেমন তোমাদের পা ধুয়ে দিয়েছি তোমরাও পরস্পররের পা ধুয়ে দাও।

রাজা, রাজ্য ও রাজত্ব- অনাদিকাল: আমাদের রাজা এমনই রাজা যার কোন সৈন্যদল ছিল না যারা তাকে নিরাপত্তা দেবে, রক্ষী বাহিনী ছিল না যে রক্ষা করবে। বরং তিনি নিজেই নিরাপত্তা দিতে এসেছেন, তিনি নিজেই পাপী মানুষকে রক্ষা করতে এ জগতে এসেছেন। নিজের জীবন উৎসর্গ করে জগতের মানুষকে উদ্ধার করেছেন। পাপ থেকে মুক্ত করে নতুন জীবন দিয়েছেন। তার নীতি ধ্বংসের নয়, হত্যার নয়, বরং ভালোবাসার নীতি, ক্ষমার

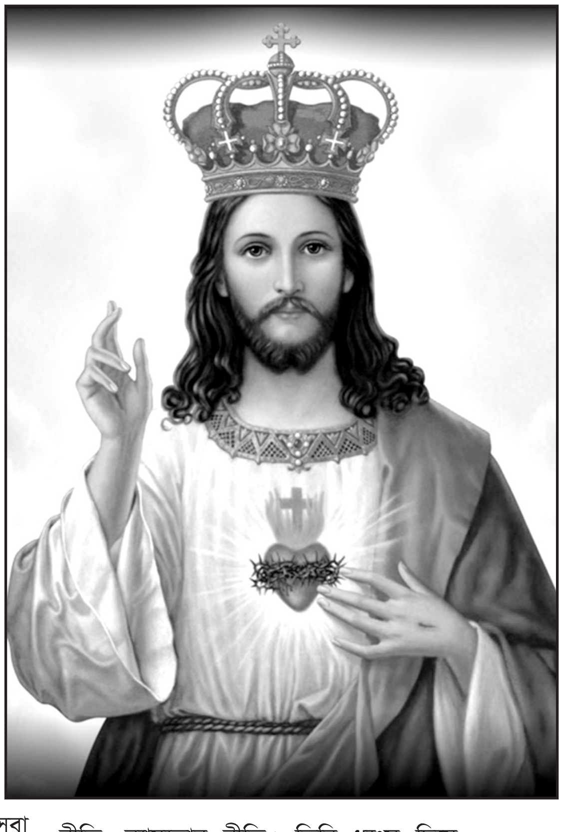

নীতি, ন্যায্যতার নীতি। তিনি ধ্বংস দিয়ে নয় বরং ভালোবাসা ও ক্ষমার মধ্যদিয়ে রাজ্য বিস্তার করেছেন। এ পৃথিবীতে যত রাজাই রাজ্য বিস্তার করেছেন, বড় বড় রাজপ্রাসাদ স্থাপন করেছেন তা ধ্বংস হয়েছে। জগতের রাজা'রা রাজ্য হারিয়েছে, রাজত্ব ধংস হয়েছে কিন্তু খ্রিস্টরাজার রাজত্ব চিরকাল স্থায়ী। তাঁর রাজত্বে অংশগ্রহণ করতে কাউকে জোর-জুলুম করতে হয় না বরং সেচ্ছায় মানুষ এগিয়ে আসে। খ্রিস্ট রাজার রাজত্ব যুগ যুগান্তর।

রাজার রাজ্যের নাগরিক- সর্বসাধারণ: জগতের মানুষ জাগতিক রাজ্য নিয়ে, নাগরিকত্ব নিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করে। সব মানুষ সব জায়গার নাগরিকত্ব পায় না। মানুষ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে জমির সীমানা নির্ধারণ করে সেই সাথে সম্পর্কের বিভাজনও সৃষ্টি করে। সে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কেবল নির্দিষ্ট মানুষ থাকতে পারে। শিক্ষাদীক্ষা, মানমর্যাদা, শ্রেণী, পেশা, গোষ্ঠীভেদে মানুষ সম্পর্ক তৈরী করে। জগতের মানুষ বিভাজন তৈরী করলেও যিশুর রাজ্যে আমরা সবাই নাগরিক। পাপী-সাধু, ছোট-বড়, ধনী-গরিব, লেংড়া, খোঁরা, কালা, ধলা, অবহেলিত, নির্যাতিত, সমাজচ্যুৎত, পতিতা সবাই যিশুর রাজ্যে বাস করার অধিকার আছে।

রাজ্যের নাগরিকের গুণাবলী- তিনটি ঐশ গুণ বিশ্বাস, আশা ও প্রেম অবশ্যই যিশুর রাজ্যের নাগরিক হতে গেলে লাগবে। খ্রিস্টরাজার অনুসারী যারা, বিশ্বাসী মানুষ তারা। খ্রিস্ট রাজা আমাদের আশা, আমাদের পরিত্রাণ ও আমাদের পুনরুত্থান। "জীবে প্রেম করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর।" অর্থাৎ এ জগতে বিশ্বাসী জীবন যাপন করে, পর জীবনে পরম পিতার সাথে মিলনের আশায় প্রেমপূর্ণ পবিত্র জীবন যাপন করাই যিশুর রাজ্যের নাগরিকের গুণাবলী হওয়া একান্ত আবশ্যক। পবিত্র আত্মার ৭টি দান- প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান, মনোবল, ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বরভীতি এবং ১২ টি ফল- ভ্রাতৃপ্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, করুণা, সৌজন্য, ধৈর্য, মৃদুতা, বিশ্বস্ততা, লজ্জাশীলতা, সংযম ও বিশুদ্ধতা চর্চার মধ্যদিয়ে আমরা ঐশরাজ্যের নাগরিকত্ব হওয়ার সুযোগ লাভ করি। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে ভাল কাজ, দয়ার কাজ, সেবা কাজ, আধ্যাত্মিক ও পবিত্র জীবন আমাদেরকে ঐশ রাজ্যে প্রবেশের অধিকার অর্জনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যবনিকা: খ্রিস্টরাজা আমাদের সেবা, ক্ষমা ও ভালোবাসার পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি নম্রতার উত্তম আদর্শ। ঈশ্বর পুত্র স্বর্গ মর্ত্যের অধীশ্বর হয়েও পাপীকে ক্ষমা করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি এমনই ন্যায় বিচারক রাজা যে, ভাইয়ের চোখের কড়িকাঠ না দেখে বরং নিজের চোখে যে কুটোটা আছে সেটা দেখতে বলেছেন। অর্থাৎ নিজের দিকে তাকানো, নিজেকে চেনা, নিজের সমন্ধে সচেতন থাকা এবং আত্মা-মন পরীক্ষা করা আবশ্যক। আমরা যদি এটা করতে পারি তাহলে আমরা বিশুদ্ধ, পবিত্র মানুষ হব। পবিত্র অন্তর নিয়ে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারব। 'ভালোবাসা যেখানে প্রভু যিশু সেখানে, পরস্পরকে ভালোবাস প্রভু যিশুর বিধানে'। বিশ্বরাজ খ্রিস্টের একান্ত ইচ্ছা আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি এবং প্রভু যিশুর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকি॥ ৩০

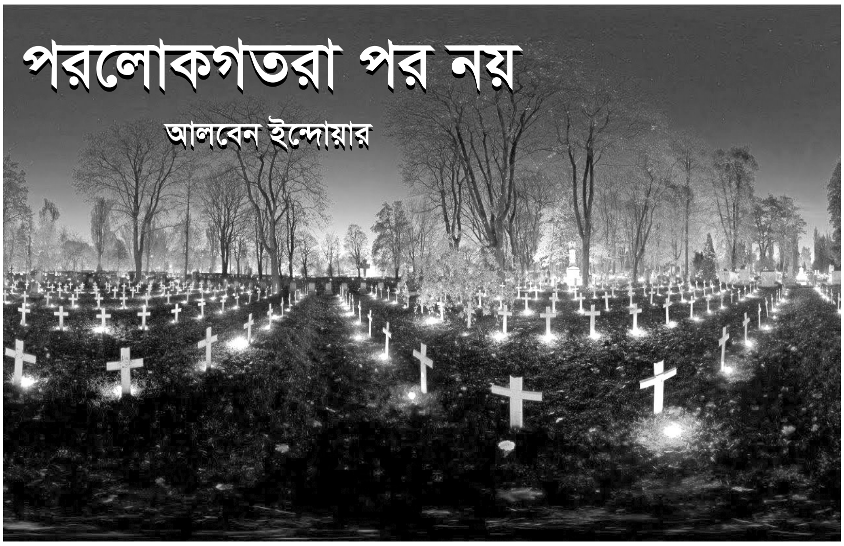

পরলোকগতরা পর নয়

আলবেন ইন্দোয়ার

জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এ নীতি ব্যতিক্রম কোনো সময় ঘটে না বা কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরও নির্ভরশীল নয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, "মৃত্যু" একটি স্বাধীন চলক বা নিরপেক্ষ চলক। পৃথিবীতে মানুষ নামক জীবটি "মৃত্যু" কে এড়িয়ে যেতে বার বার চেষ্টা করে কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়। সে কোনো ভাবে সফল হতে পারে না, হয়তো বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বা উন্নত চিকিৎসার জন্য সাময়িক ভাবে সফল হয়। তারপরেও দিন শেষে মৃত্যুর কাছে পরাজিত হতে হয়। মানুষ এবিষয়টি কখনই সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ পৃথিবী নামক আরাম প্রিয়, সবচেয়ে ভালো লাগার এবং সবচেয়ে ভালোবাসার বিষয়গুলোকে ছাড়তে চাই না, পাশাপাশি চিরকাল এগুলোর মধ্যে থাকতে চাই। এ বিষয়গুলো আরো ভালো ভাবে স্পষ্ট হয় যখন আমরা কোনো হাসপাতালে যাই তখন। হয়তো বা কখনও কষ্টের বোঝা টানতে না পেরে মুখ ফস্‌কে বলে ফেলি যে, আমার হলে ভালোই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। সবাই জীবনকে ভালোবাসে এবং সারা জীবন ভালোবাসতে চায়। হাসপাতালে একেবারে মুমূর্ষু রোগীও তার সর্বশেষ চেষ্টা দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তাই এটাই প্রমাণিত হলো যে, আমরা কেউ মৃত্যুবরণ করতে চাই না। আমরা সারা জীবন বেঁচে থাকতে চাই। আসলে আমরা 'পর' বলি কাদের? যাদের আমরা চিনি না বা জানি না বা অপরিচিত কেউ। অর্থাৎ আমাদের অনাত্মীয় বা যাদের সাথে আমার আপনার ওঠা বসা নেই তারাই 'পর' বলে পরিগণিত হয়। যারা পর তাদেরকে আমরা বরাবরই দূরে রাখি এবং তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কারণ তাদেরকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না বা তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারি না। তারা যে কোনো সময় আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরকম পরিস্থিতির কারণেই আমরা তাদের থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি।

এবার আসা যাক, পরলোকগতরা কারা? পরলোকগতরা তারাই যারা এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরপারে চলে গেছে বা যারা ইহলোক ছেড়ে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে মূলত তারাই। পরলোক এমন একটি স্থান যেখানে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা অবস্থান করে। মৃত্যুর পরেই পৃথিবীতে তাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় আর পরপারে তাদের আবাস হয়।

এখন তারা আমাদের আপনজন কেন বা পর হয় না কেন? যারা মৃত্যুর মাধ্যমে পর পারে চলে যায় তারা আমাদের সবচেয়ে কাছের বা আপনজন হয়ে যায়। কারণ আমরা যখনই মন চায় তখনই স্মরণ করতে পারি। আর বলে থাকি 'পরলোকের সকল আত্মা চির শান্তিতে বিশ্রাম করুক' এবং অবলীলায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানে বা কবরস্থানে বেশি করে উচ্চারণ করে থাকি। আপনজন হওয়ার প্রধান ও প্রথম শর্ত হল সবচেয়ে কাছের হওয়া আর যাদের কথা সবচেয়ে বেশি মনে করি। এদিক থেকে সত্যিই মৃত ব্যক্তিরা এগিয়ে আছে। কারণ তাদের আমরা সবসময় মনে করতে থাকি। যদি পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজারো লোক মৃত্যুবরণ করে তার মধ্যে সকলেই আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে না কিন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই আমাদের চেনা জানা বা অচেনা সকলেই। তারপর তাদেরকে আমরা একসাথে প্রার্থনা বা কবরস্থানে স্মরণ করে থাকি বেশি ভাগ সময়ই। বরং এভাবে তারাই আমাদের কাছের মানুষ হয়ে যায় এবং সকলকে আমরা এক কাতারে নিয়ে আসি। এখানে থাকেন কোন জাত-পাত, থাকে না কোন ধর্ম, থাকে না কোন শ্রেণির ভেদাভেদ। এখানে সবাই এক হয়ে যায়। বিধাতার এক মহান পরিকল্পনা পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আমরা কত না পৃথক পৃথক হয়ে বসবাস করি কিন্তু মৃত্যুর পর আমরা আবার এক হয়ে যাই বা বিধাতা আমাদের এক করে দেয়। যারা ধনবান আর যারা নিঃস্ব তাদেরও জীবনের শেষ ঠিকানা হয়ে যায় তিন হাত মাটির জায়গায়। তাই আমাদের ধন সম্পদ, জ্ঞান-গরিমা নিয়ে বড়াই করার কোন লাভ নাই। তাতে শুধু আমাদের বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

মৃত্যু যেহেতু মানব জীবনের জন্য অনিবার্য। তাহলে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। আমাদেরকে যে কোন ভাবেই এটাকে মেনে নিতে হবে আর গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যু হলো যে উৎস থেকে এসেছি সেই উৎসের কাছে আবার ফিরে যাবার একটি সুযোগ। এ বিষয়টি অনেকের কাছে আনন্দের আবার অনেকের কাছে দুঃখের। সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে মায়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যাতে করে আমরা পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টির যত্ন নিতে পারি আর তাঁর প্রশংসা করতে পারি। তার জন্য আমাদের প্রতিনিয়তই প্রাণবায়ু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছেন। আর আমরা প্রতিদিন বিনামূল্যেই তা গ্রহণ কারে যাচ্ছি। ফলে আমরা তার প্রতিদানে সবসময় কৃতজ্ঞ থাকছি না। এ প্রেক্ষিতে একটি ঘটনা সহভাগিতা করা যেতে পারে, "একবার একজন নব্বই বছরের একজন বৃদ্ধকে কোভিড-১৯ এর কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। তার শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য তাকে হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয় বেশ কয়েক দিন। হাসপাতালে যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করেছিল তার জন্য তাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড গুনতে হয়েছে। সুস্থ হওয়ার পর সে যখন বিল পরিশোধ করতে যায় তখন সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তার এই অবস্থা দেখে ডাক্তার মনে করে যে, মহিলাকে মনে হয় অনেক টাকা গুনতে হচ্ছে তার জন্য মনে হয় কান্না করছে। তার যখন এই অবস্থা তখন ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? এত গুলো টাকা আপনাকে পরিশোধ করতে হচ্ছে তার জন্য? মহিলা উত্তরে বলে "না" তাহলে? আমার নব্বই বছর বয়স। আমি বাঁচার জন্য মাত্র কয়েক দিন হাসপাতালে অক্সিজেন গ্রহণ করলাম তাতেই আমাকে এত টাকা গুণতে হচ্ছে। আর সৃষ্টিকর্তা আমাকে প্রতিদিন বিনা মূল্যে এত অক্সিজেন দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমি তাঁকে প্রতিদানে একবারের জন্যও ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাইনি। তার জন্য আমি কান্না করছি"।

তাই আমরা প্রতিদিন বিনা মূল্যে কত অক্সিজেন গ্রহণ করছি, প্রতিদানে আমাদের কতই না উচিত কৃতজ্ঞতা জানানোর? আজকে আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা দরকার। এক্ষেত্রে আমি কতটা কৃতজ্ঞ সৃষ্টিকর্তার কাছে। যদি না থাকি এই মুহূর্তে তাঁকে একবারের জন্যও ধন্যবাদ জানানো উচিত।

নভেম্বর মাস এটাই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যেন আমরা তাঁর অসীম দয়ার জন্য কৃতজ্ঞ থাকি আর তাঁর কাছে যাবার বা মৃত্যুর জন্য প্রতিদিন নিজেকে প্রস্তুত করে তুলি। আমরা জানি না আমাদের কোথায় বা কীভাবে বা কোন অবস্থায় মৃত্যু হবে। তাই আসুন আমরা আমাদের মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন হই আর পরলোকগত আত্মাদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করি॥ ✍

ইতিবাচক উপায়ে সন্তান লালন-পালন করা

রোজলিমা রোজারিও

ইতিবাচক উপায়ে সন্তান লালন-পালন করা হলো সন্তানকে ভালোবাসা, যত্ন, সহমর্মিতা ও গুরুত্বসহকারে লালন-পালন করা ও শিক্ষা প্রদান করা। সন্তানকে যখন এভাবে লালন-পালন করা হবে তখন সন্তানও আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি এ ধরনের মনোভাব পোষণ করবে। শিশুকাল থেকেই সন্তানকে নৈতিক মূল্যবোধগুলো শেখাতে হবে যাতে পরবর্তী জীবনে সে এগুলোর চর্চা করতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশু ৮বছর বয়স পর্যন্ত যা শিখে পরবর্তীতে সেভাবেই সে জীবনযাপন করে। তাই শিশুর জীবনে এই ৮বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লালন-পালনকারীদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লালন-পালনকারী কে বা কারা?

লালন-পালনকারী হলেন পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, নার্স, কেয়ারগিভার অর্থাৎ শিশুকাল থেকে শিশুর প্রাপ্ত বয়স হওয়া পর্যন্ত দেখাশুনা, ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানের সাথে যারা জড়িত তারাই লালন-পালনকারী।

শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। অর্থাৎ শিশুরা বড়দের দেখে বেশি শিখে। আপনি তাকে বুঝিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে যতটুকু শিখাতে পারবেন তার থেকে বেশি শিখাতে পারবেন আপনার আচার-আচরণ, ব্যবহার ও জীবনধারণ দিয়ে। তাই আপনি শিশু বা সন্তানের কাছ থেকে যা আশা করবেন সেটা আগে নিজের মধ্যে ধারণ করবেন। আপনি যদি সন্তানের কাছ থেকে সম্মান আশা করেন তাহলে সন্তানকেও গুরুত্ব ও সম্মানের সাথে দেখুন এবং আপনার আশেপাশে সকলকে সম্মান করুন। আপনি যদি সন্তানকে সৎ দেখতে চান, তাহলে আপনিও সৎভাবে জীবনযাপন করুন।

সহমর্মিতা হলো অপর ব্যক্তিটি যে আবেগীয় অবস্থায় আছে সেই একই অবস্থায় নিজেও থাকা। অর্থাৎ কেউ আনন্দে থাকলে একই আনন্দ অনুভব করা, কেউ কষ্টে থাকলে একই কষ্ট অনুভব করা। সন্তানকে তার অবস্থায় থেকে লালন-পালন ও শিক্ষা প্রদান করতে হবে। আপনাকে বুঝতে হবে সন্তান কী অবস্থায় আছে, তার ধারণ ক্ষমতা কতটুকু? সেই অনুযায়ী তাকে লালন-পালন ও শেখাতে হবে।

সন্তানকে লালন-পালন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে, তার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, আন্তরিকতার সাথে কথা বলতে হবে। তার কাজের জন্য ও চেষ্টার জন্য প্রশংসা করতে হবে, অনুপ্রেরণা দিতে হবে। কোনোকিছুর প্রতি একসঙ্গে মনোযোগ দিতে হবে এবং সেটা বর্ণনা করার মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে ও ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে অর্থ প্রসারিত করতে হবে এবং এভাবে পরিবেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে তাকে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করতে হবে। ইতিবাচক সীমারেখা নির্ধারণের মাধ্যমে তাকে সঠিক আচরণ করা শেখাতে হবে এবং ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করা ও দিক নির্দেশনা দিয়ে সন্তানকে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করতে হবে। তাহলেই সন্তানকে সঠিকভাবে লালনপালন ও শিক্ষা প্রদান করা সহজ হবে।

সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী জন বলভির বহুল আলোচিত একটি গবেষণা। এই গবেষণাটি Attachment Theorz নামে পরিচিত। এই গবেষণাটি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে করা হয়। সেই সময় অনেক শিশু এতিম হয়ে পড়ে এবং অনেক এতিমখানার সৃষ্টি হয়। এসব এতিমখানায় শিশুদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হলেও আবেগিক ও মানসিক বিষয়গুলো উপেক্ষিত ছিল। যার কারণে শিশুর আবেগিক, মানসিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশ ব্যহত হয়। এই গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে সন্তান লালন-পালনে যেকোনো একজন ব্যক্তির সাথে শিশুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে যার সাথে সে তার ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে, যোগাযোগ করতে পারে, কথোপকথন করতে পারে। তবে এ সংখ্যা একজনের অধিক হলে সবচেয়ে ভালো।

পরবর্তীতে একই ধরনের গবেষণা করেন মনোবিজ্ঞানী ম্যাক গিভার হান্ট ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ইরানের একটি এতিমখানায়। সেখানে দেখা গিয়েছিল কর্মীর অভাবে শিশুরা সঠিকভাবে যত্ন পাচ্ছিল না, বেড়ে ওঠছিল না। তাদের বুদ্ধাঙ্ক ছিল মাত্র ৫০। তিনি শিশুদের দুটি দলে ভাগ করেন। একদল শিশুর লালন-পালনকারীদের বলা হয় তারা যেন এই শিশুদের নিজের সন্তানের মতো দেখে। তারা যে ভাষায় বা যে সুরে কথা বলে সে ভাষায় বা সে সুরে যেন কথা বলে, মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। অপর দলটি যেভাবে ছিল সেভাবেই যেন থাকে। পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে যেসব শিশুরা যত্ন পেয়েছে, ভালোবাসা পেয়েছে, ভাবের আদান-প্রদান করতে পেরেছে তাদের অন্য দলের শিশুদের তুলনায় প্রায় ৪৭ শতাংশ বুদ্ধাঙ্ক বেড়ে গিয়েছে! এ থেকে প্রমাণিত হয় শিশুর লালন-পালনে লালন-পালনকারীর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ!

তাই ইতিবাচক উপায়ে সন্তান লালন-পালন করলে সন্তান হয়ে উঠবে সংবেদনশীল বা অনুভূতিপ্রবণ আদর্শ সন্তান ও আদর্শ নাগরিক॥ ৯

বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৩" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ২৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার,ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

আসমানীদের কথা

মালা রিবেরু

একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার একজন জার্মানী গবেষক ও আমি জাতীয় গবেষণা বিশেষজ্ঞ হয়ে ১২দিন বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁও জেলায় কাজ করার সুযোগ হয়েছিলো। দুই জেলায় কাজ করার সময় প্রত্যন্ত এলাকায় যাওয়া ও গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিলো, যা থেকে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

নারী ও পুরুষের বৈষম্য যে শুধু আমাদের দেশে আছে তা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের আত্মজীবনী পড়লে তা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থাও এর উর্ধ্বে নয়। এই বৈষম্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরো প্রবল। মরিয়ম ও আসমানী (ছদ্মনাম) যে এত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তা সত্যিই অনুকরণীয়।

প্রথমে আসা যাক মরিয়মের কথায়, মরিয়ম হচ্ছে ঠাকুরগাঁও জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি মেয়ে। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার পরে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে পাশের গ্রামের রহিমের সাথে অল্প বয়স, চিন্তাভাবনায় অপরিপক্কতায়, আবেগী হয়ে রহিমের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলে। ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের আরো সাত ভাইবোনের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার চেয়ে তখন রহিমের পরিবারের সচ্ছলতা তার কাছে লোভনীয় ছিলো। রহিম মরিয়মকে সত্যিকারের ভালোবাসে, সে ছিলো এসএসসি পাশ, গ্রামে তার একটা ফার্মেসি ছিলো। তাই সে মরিয়মের ছোটখাটো আবদার পূরণ করছিলো। মরিয়মের বাবা-মা মনে মনে খুশিই হয়েছিলো যে, পরিবারের একজনের খরচ কমলো বলে, পাশাপাশি বাল্যবিবাহ যে অপরাধ এই সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিলোনা। মরিয়ম দেখতেও সুন্দর, কাজেকর্মে চটপটে, তাই রহিমের বাবা-মাও সহজে মেনে নেয়। আরেকটা বিশেষ প্রতিভা মরিয়মের ছিলো তা মরিয়ম জানে, তাই একদিন চুপিচুপি রহিমের কাছে আবদার করে যে, তুমি আমার একটা আবদার রাখবে? রহিম সম্মতি জানালে বলে, আমার স্কুলে যেতে খুব ইচ্ছে করে, পড়াশুনা করতে ইচ্ছে করে। এই কথা শুনে রহিম অবাক হয়ে যায়। বলে বিয়ের পরে স্কুল থেকে তোমাকে প্রধান শিক্ষক অনুমতি দিবে কিনা। পাশাপাশি বাবা-মা রাজী হবে কিনা? তবে মরিয়ম আমি তোমার পাশে আছি।

রহিমের বাবা-মা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্যাপারটা এত সহজে যে মেনে নিবে তা ছিলো আশ্চর্যজনক। মরিয়ম মনের আনন্দে ক্লাশে যাওয়া শুরু করলো। সবকিছু ভালোই চলছিলো। লোকে বলে না, বিপদ যখন আসে সবদিক দিয়েই আসে, এসএসসি পরীক্ষার ৬মাস আগে মরিয়ম গর্ভবতী হয়। মরিয়ম গর্ভকালীন সমস্ত জটিলতাকে অতিক্রম করে পড়াশুনা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা এসএসসি পরীক্ষার দুইদিন আগে যখন দোকান থেকে আসার পথে লেগুনার সাথে বাস সংঘর্ষে তার স্বামীর একটা পা কাটা পড়ে।

এরপর শুরু হয় মরিয়মের জীবন সংগ্রাম, স্বামীকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে গর্ভবতী অবস্থায় এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া ও পরীক্ষার ১মাস পরে মেয়ে সন্তান প্রসব করা।

স্বামী এক পা কাটা নিয়ে বাসায়, সন্তানের নিত্যদিনের বিভিন্ন চাহিদা, সংসারের প্রয়োজনী তাই অভাবটা মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। তাই মরিয়ম স্বামীর পরামর্শে গ্রামের ছোটছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়ানো শুরু করে। সংসার, সন্তান, প্রাইভেট নিয়ে মরিয়ম ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বাসায় থাকতে থাকতেও নিজের অক্ষমতায় রহিমও মরিয়মকে মাঝে মাঝে সন্দেহ করা শুরু করে। কিন্তু মরিয়মের মনোবল ছিলো অত্যন্ত প্রবল। তার চিন্তা সে যে সৎ, পরিশ্রমী তা তার স্বামীকে বুঝিয়ে দিবে। মরিয়মের পরিশ্রম ও সততায় ১ম শ্রেণীতে সে এসএসসিতে পাশ করে এবং প্রাইভেট পড়ানোর টাকা দিয়ে বাড়ীর পাশে স্বামীকে একটা মুদির দোকান করে দেয়। সে এইচএসসিতে ভর্তি হয়, কলেজে থাকাকালীন সময় ও প্রাইভেট পড়ানোয় সময় স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ী মেয়েকে দেখাশুনা করেছি।

মরিয়মের চোখেমুখে হাসি উপ্‌চে পড়ছে বলে, ম্যাডাম আপনি শুনে খুশি হবেন আমি এখন যে স্কুলে পড়াশুনা করেছি সেই স্কুলের শিক্ষক, আমার মেয়ে ১ম শ্রেণিতে পড়ে, স্বামীর দোকানটা আগের থেকে আরো বড় করেছি।

এবার আসি আসমানীর প্রসঙ্গে, আসমানী নীলফামারী জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি মেয়ে। আসমানী দেখতে খুবই সুন্দরী তাই ৫ম শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে বাবা-মা জোর করে তাকে তার মামাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। এত অল্প বয়স তাই আসমানী বাবা মায়ের সাথে থাকতো। আসমানী পড়াশুনায় খুবই ভালো ছিলো। তাই সে বাবা-মার সাথে কান্না-কাটি করে পড়াশুনা চালিয়ে যায়। আসমানীর সাথে যার বিয়ে হয়, সেই ছেলেকে আবার আসমানীর বড়বোন ভালোবাসতো। তাই আসমানীর সাথে ওই ছেলের বিয়ে হওয়াতে খুবই খারাপ আচরণ করতো। আসমানী সবকিছু সহ্য করে নিজে প্রাইভেট পড়িয়ে তার পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিলো আর বাবা-মার কাছে অনুরোধ করে যাচ্ছিলো যেন তাকে শ্বশুর বাড়ী না পাঠায়। এই ব্যাপারে গ্রামের মাতব্বরদের সাহায্য নেয় আসমানী। তারা যেন তার বাবা-মাকে বুঝায় সে পড়াশুনা করতে চায়। বাবা-মা যখন দেখতে থাকে যে মেয়ে অনড় পড়াশুনার ব্যাপারে, তাদের মনও আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে থাকে। বাবা বলে, তুমি এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করো তাহলে তোমার বিয়েটা ভেঙ্গে দিবো। এসএসসিতে আসমানী খুবই ভালো করলো। বাবা-মা তাদের কথা রেখেছে, তারা বিয়েটা ভেঙ্গে দিয়েছে। এইচএসসি পড়াকালীন সময়ে আসমানী সমাজের অবহেলিত নারীদের নিয়ে এনজিওর আর্থিক সহায়তায় একটি কাপড়ের শো-রুম চালু করে এবং তার কর্যক্রমের সাথে ১৫০জন নারী জড়িত, তারাও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে আসমানী নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নারী দিবসে শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার পেয়েছে এবং এনজিওর সহযোগিতায় যে ব্যবসা শুরু করেছে, তার লভ্যাংশ থেকে প্রতিমাসে কিছু টাকা ফেরত দিচ্ছে।

আসমানীকে বললাম এখনতো তুমি অনেকের আদর্শ, তোমার জীবনের সঙ্গী নির্বাচনের পরিকল্পনা কি? আসমানী মুচকি হেসে বললো, ম্যাডাম আমার সাবেক স্বামী তো বিয়ে করেছে। মনের মতো সঙ্গী পেলে অবশ্যই ঘর বাঁধার ইচ্ছে আছে।

মরিয়ম ও আসমানীদের মতো বহু নারী পরিবার, সমাজের সাথে যুদ্ধ করে সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌছতে পেরেছে। তাই উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, মনোবল প্রবল, পরিশ্রমী হলে যে কেউ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাবেই॥৵

গৈ-গেরামের কাব্য-২

সুনীল পেরেরা

জীবনের শেষ ইষ্টিশনে এসে একাশি বছর বয়সে একে একে মনের ক্যানভাসে ভাসছে শৈশব-যৌবনের কত শত স্নিগ্ধ স্মৃতিগুলো। জীবন-কাব্যের এই সব ঘটনাগুলো রঙিন স্বপ্নের মতোই মনে হয়। তাই ইচ্ছাপূরণের বিনীত প্রার্থনায় ঈশ্বরপ্রভুর কাছে বলি, "যদি সম্ভব হয় তাহলে ফিরিয়ে দাও আমার স্বপ্নমাখা সোনালী দিনগুলো।" মনের এই রূপকাশ্রয়ী ভাবনাগুলোর অমৃত যন্ত্রণায় কেবলই হাসফাস করি। মনে পড়ে অমলিন শৈশব, স্বপ্নদেখার কৈশোর আর দুরন্ত চঞ্চল চনমনে প্রেমের যৌবনের কথা। আরও মনে পড়ে প্রথম শ্লেট হাতে ইস্কুলে যাবার মধুর স্মৃতি। মনে পড়ে মামাতো ভাই আবুদাদার সাথে ঢাউশ উড়াতে গিয়ে বাতাসের তোড়ে আকাশে উড়ে যাবার ভয়ংকর স্মৃতি। মনে পড়ে বহুকালের হেসেলঠেলা, বাসনমাজা দরদী মায়ের হাত ধরে প্রথম গির্জায় যাওয়ার আনন্দ।

তিন শরিকের যৌথ পরিবারে আমার জন্ম সেই বিশ্ব-যুদ্ধের বছর। বাড়ি ভর্তি মানুষ। আমি ছাড়া পরিবারে তখন আর কোন শিশু সন্তান ছিল না। বড় হয়ে বুলি পিসিমার কাছে শুনেছি দিদিরা আমাকে কোলে নেবার জন্য প্রতিদিন ঝগড়া করত। বড় কাকা রসিক মানুষ। তাই তিনি ভাইজিদের ঝগড়া মিটাতে তিনজনকে সকাল-দুপুর-বিকেল এভাবে সময় ভাগ করে দিলেন। তাতেও সমস্যার সমাধান হলো না। সবাই আগে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করে। অবশেষে কাকা বললেন, "শোন মা-জননীরা, সামনের শনিবার পূবাইল হাটে গিয়া তোমাগো লিগা তিনডা বাচ্চা কিন্যা আনুম।" তখনকার মতো ঝগড়া মিটমাট। কিন্তু কে ছেলেশিশু নেবে আর কে মেয়েশিশু নেবে এ নিয়ে যত মন কষাকষি।

এ কথার পর কত শনিবার পার হয়ে যায় কাকা আর হাটেও যান না শিশুও আসে না। দিদিরা হতাশায় মনমরা হয়ে পুতুল খেলাও ছেড়ে দিয়েছে। এক রৌদ্রতপ্ত বোশেখ মাসে বড় ঝুড়িভর্তি কালোজাম নিয়ে হাটে গেলেন কাকা। তখন আমাদের বাড়িতে বড় বড় তিনটি জাম গাছ ছিল। স্কুল থেকে ফিরে এসে জানতে পারে কাকা হাঁটে গিয়েছে, তাই দিদিদের সে কি আনন্দ। সারাদিন শুধু শলাপরামর্শ আর অপেক্ষার পালা। তিনজনের মধ্যে দুই জনেরই ছেলেশিশু পছন্দ। তাদের মনে শংকা, কাকা যদি ভুল করে তিনটি মেয়েশিশু নিয়ে আসে। উত্তেজনায় দুপুরে ভাত খেতে গিয়ে কথায় কথায় আবার ফাটাফাটি ঝগড়া এবং চুলোচুলি। ছোট দিদি সবচেয়ে জেদি, তাই মার খেয়ে রাগে ভাতের প্লেটে পানি ঢেলে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠে যায়। তার কান্না আর অভিমান থামাতে সেই বিকেল পর্যন্ত মা'র ভাত খাওয়াই হয়নি। আমার মাকে সবাই মা বলেই ডাকত, বড়মা বলে নয়।

সন্ধ্যা প্রার্থনা তখনো শেষ হয়নি, এ সময় কাকা এলেন হাঁট থেকে। মাথায় বিশাল বোম্বা সাইজের দু'টি কাঠাল নিয়ে। মুহূর্তেই প্রার্থনা বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কড়া ধমক খেয়ে আবার শুরু হয়। দিদিদের মন পড়ে থাকে বাচ্চার কান্না শোনার জন্য। প্রার্থনা শেষে গুরুজনদের প্রণাম না করেই ছোড়দি সবার আগে ছুটে যায় কাকার কাছে। কাকা হাসতে হাসতে তার হাতে তুলে দেয় লিলি বিস্কুটের ঠোঙ্গাটা। শুরু হয় কাড়াকাড়ি। তখনকার মত বাচ্চাপ্রসঙ্গ হয়তো ভুলে যায় তারা।

রাতে খাবারের পর কাকা জানালেন যে, হাঁটে পুলিশ এসেছে বাচ্চা বেচাকেনার খবর পেয়ে, তাই বাচ্চা পাওয়া যায়নি। আবার বেচাকেনা চালু হলে অবশ্যই কিনে আনবেন।

শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যেই ঝুটল দিদিদের সব আদর সোহাগ। এখন কান্না শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে চিলে মুরগির বাচ্চা নেবার মত কেউ না কেউ ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। আমার এ সুখটা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। একে একে দিদিদের বিয়ে হয়ে যায়। তার পরও আমার প্রতি তাদের স্নেহ মমতা এক বিন্দুও কমেনি।

তিন ভাইয়ের মধ্যে আমার বাবা বড়। কিন্তু তিনি এমনই ভাই-অন্ধ যে, ভাইদের ছাড়া কিছুই বুঝেন না। ক্ষেতে খামারে কাজেও ভাই ছাড়া একা যাবে না। ভাইদের নাম ধরে পর্যন্ত ডাকেন না, ডাকেন 'ভাই' বলে। কাকাও বড় নানুকে (দাদা) বাবার মত শ্রদ্ধা করেন। এই রগচটা মানুষটার আবার নানান পাগলা বুদ্ধি। হঠাৎ একদিন খেয়াল চাপল তিনি ঘোড়া কিনবেন। বাবা প্রথম না না করেও শেষ পর্যন্ত ভাই মনে কষ্ট পাবে তাই রাজী হলেন ঘোড়া কিনতে।

যেই কথা সেই কাজ। ভোর রাতে কাকা একাই দূরের এক হাটে চলে গেলেন। কালো ঘোড়া না লাল ঘোড়া আনা হবে এ নিয়ে সারাদিন যত কথা বলা। পরদিন রাত দুপুরে সত্যি সত্যি একটা লাল ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি এলেন কাকা। এ আচানক খবরটা বাতাসের আগে গ্রাম গ্রামান্তরে চাউড় হয়ে যায়। কারণটা হলো এ এলাকার কেউ কোন দিন। ঘোড়া পোষেনি। তাই প্রতিদিন দলে দলে লোক আসে ঘোড়া দেখতে। কাকা সবাইকে সাবধান করে দিলেন, ভুল করেও কেউ যেন ঘোড়ার পেছনে গিয়ে তাকে বিরক্ত না করে।

সৌভাগ্য কাকে বলে! সেই বছরই গঞ্জের চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ছিনিয়ে আনলেন কাকা। সন্ধ্যায় ঘোড়ার গলায় রঙিন কাগজের মালা আর ঘন্টি ঝুলিয়ে কাকা যখন উঠানে এসে তার বিজয়-কীর্তি ঘোষণা করলেন, তখন বাবা হুকো টানছিলেন। ভাইয়ের বিজয়-কীর্তি শুনে বাবার সেকি আনন্দ নৃত্য। এসব দেখে সবাই হাসাহাসি করতে থাকে।

মাস তিনেক পরের কথা। রাস্তায় এক শিশুবাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে ঘোড়াসহ কাকা হুমড়ি খেয়ে খালে পড়ে যায়। এতে ঘোড়ার পা ভাঙ্গে আর কাকার মাথা ফাঁটে। রাগে ফুঁসতে ফুঁশতে বেদম পিটায় ঘোড়াকে। ঘোড়াও বিরক্ত হয়ে কাকার তলপেটে মারে এক লাথি। ব্যস, ঘোড়া কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। পরের হাটেই লেংড়া ঘোড়া অর্ধেক দামে বিক্রি করে দেয় কাকা। ভাইয়ের পাগলামিতে বাবা শুধু হাসলেন, কিছুই বললেন না স্নেহের ভাইটিকে।

আমাদের ছোট কাকা বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ। কেউ কিছু বললে সে রাগ করেছে না খুশী হয়েছে তা বুঝার উপায় নেই। হিটলারি গোঁফওয়ালা লোকটা কেমন যেন উদাসীন কাঠখোট্টা। বিশাল ভুরিওয়ালা মানুষটা বৃটিশ কোম্পানীর জাহাজে চাকরি করে। বছরের প্রায় নয় মাসই সাগরের পানিতে ভাসে। সে সময় জাহাজীদের দাপটই ছিল অন্যরকম। তাদের বাড়িতে ডিজাইন করা টিনের চৌ-চালা ঘর থাকত। তাদের ছাড়া কোন গেরস্থের জমিজমা কেনার সামর্থ ছিলনা। তারা এলেই গ্রামের লোকজন সকাল-বিকেল ভীড় জমাতো জাহাজী চা-সিগারেট খাবার জন্য। জাহাজী বলে বড় দুই ভাই তাকে নমো নমো করে কথা বলত। ছোট ভাইটিকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করত।

এবার আমাদের বুলি পিসিমার কথা বলি। বাবা-কাকাদের চেয়ে তিনি ছিলেন শতগুণ সুন্দরী। তার উজ্জ্বল ধারালো গোল মুখ, টানা সজীব চোখ, টিকলো নাক আর এক মাথা লম্বা চুল ছিল। পিসিমা যখন হাসতে থাকে তখন তার হাসি থামতে চায় না, আবার যখন কাঁদতে শুরু করেন তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়েও কান্না থামানো যায় না। আর রাগলে তিনি অগ্নিকন্যা। এ জন্য ভায়েরা সবাই তাকে সমীহ করে কথা বলে। কী অসম্ভব তার মনের ত্যজ, কী দুর্জয় তার অভিমান। সে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরসম। নয় মন তেল পুড়ে গেলেও তার অভিমান ভাঙ্গেনা। একমাত্র আমার মায়ের সাথেই যত সখ্যতা ছিল তার।

হিংসা জিনিষটা এমনই যে, ভীরু কাপুরুষকেও দুঃসাহসী হতে লোভ দেখায়। সে যে কি অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে তা কেউ বুঝতে পারে না। কেন জানি ছোট কাকার মনেও তেমনি হিংসা দানা বেঁধে ওঠেছিল। সেবার সফর থেকে এসেই কেমন যেন থোম মেরে বসে থাকে। এমনিতেই সে রসকষহীন এবং কথাবার্তায়ও চাঁছাছোলা ধরনের মানুষ। একদিন এক চৈতালী দুপুরে বাবা আর বড় কাকা সবে মাত্র হাল ছেড়ে বাড়ি এসেছে, তখন গিয়ে বলে, "আমি ভিন্ন হইয়া যামু।" আমাকে ভিন্ন করে দাও এ কথাও নয়, একবারে সোজাসাপটা কথা। বাবা সবেমাত্র হুকোতে টান দিয়েছে। কাকার কথায় তার হুকো টানা বন্ধ হয়ে যায়। গ্রীষ্মের সূর্যের সংহারী রোদে পৃথিবী তখন আগুনভাজা। সংসার ভাঙ্গার কথা শুনে বড় কাকার মাথায় আগুন ধরে ওঠে। সে চটে লাল হয়ে যায়। কাকা এমনিতেই গলার স্বর উচিয়ে কথা বলে। সে তখন লাফ দিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকে বলে "এই রক্তের সংসার ভাঙ্গা যাইব না। কেউ যদি আলাদা খাইতে চায় খাক, আমরা বাঁধা দিমু না।"

কাকার এ হেন চিৎকার শুনে পিসিমা ছুটে এলেন মাকে সঙ্গে নিয়ে। রাগলে বড় কাকা একাই একশ। মুহূর্তে কোন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে আগ-পাছ চিন্তা না করে। এই ঠম্কা রাগের মানুষটা একবার পাশের বাড়ির লোকদের সাথে জমি নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে কোদালের এক আঘাতেই একটা লোককে মেরে ফেলে। দেশে তখন ব্রিটিশের রাজত্ব চলছে। ছয় মাস দুই ভাইয়ে বন-জঙ্গলে পালিয়ে থেকে শেষে আত্মসমর্পণ করে কাকা। নরহত্যার দায়ে তার বারো বছরের সাজা হয়ে যায়। বাবা কোন অপরাধ করেনি বিধায় তার কোন সাজা হয়নি। ভাইয়ের কষ্টের কথা শুনে বাবা চোখের জলে ভাসে। বেশ কয়েক বছর সাজা খাটার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম দিনে বিশেষ বিবেচনায় কাকা কারামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। দুই ভাইয়ে মিলে আবার কৃষিকাজে লেগে যায়।

ঠিক এমনি সময় ছোটকাকার আলাদা হবার কথায় বাবা স্তব্ধ হয়ে যান। স্থির আকাশে মতো মনটা আবার নতুন করে বেদনায়, বিষাদে, সন্তাপে কুক্ড়ে ওঠে। বুকে কষ্টের পাথর চাপা দিয়ে বললেন, "সংসার যদি ভাঙ্গতেই হয় তবে তিন ভাগই হোক।" বাবার এহেন সিদ্ধান্তে বড়কাকা বুক চিতিয়ে প্রতিবাদ করল। তারপর কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "আমারে আলাদা কইরা দিওনা দাদা, আমি আগল-পাগল মানুষ, সংসারের কিছুই বুঝিনা। রাজার দোহাই লাগে দাদা, তুমি আমার বাবার মত। তোমারে ছাড়া আমি যে অচল হইয়া যামু দাদা" এই বলেই শিশুর মতন হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে উচ্চস্বরে।

এসব দেখে শুনেও ছোট কাকার মন গলেনি। বরং বিরক্তির স্বরে বলল, "যা হইবার আইজকাই হউক।"

শ্যামল সবুজে লেপা প্রকৃতির মাঝে শান্তশ্রী আমাদের গ্রাম। এ গায়ের জমজমাট পরিবারটি মাত্র একটি মানুষের হিংসা আর লোভের কারণে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। চুরমার হয়ে গেল একান্নবর্তী পরিবারের অলঙ্ঘনীয় ভালোবাসার বন্ধন। ফলে বারোওয়ারী উঠোনটা তিন ভাগ হয়ে গেল। ছোট কাকীমা তার পছন্দ মত সংসারের প্রয়োজনীয় সব কিছু নিয়ে গেলেন। বাড়িতে একটি মাত্র টিনের ঘর সেটা আগেই কাকার দখলে ছিল। বাবা আর বড় কাকা দু'টো ছনের ঘর নিলেন। পিসিমাকে দেবার মত কিছুই নেই তাই বাবা কাতর স্বরে দিদিকে বললেন, "দিদি, তুমি যখন মন চায় আমার ঘরেই আইস, আমি তোমারে কোন দিন পর করুম না। তুমি আমার মায়ের সমান।

ভাগ বাটোয়ারা শেষ হবার তৃতীয় দিনে পিসিমা নিজে কেঁদে সবাইকে কাঁদিয়ে সেই যে অভিমান করে চলে গেলেন, আর কোন দিন আমাদের বাড়িতে আসেন নি। বাবা আর বড় কাকা একবার তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিন জনে মিলে সেকি আনন্দ-কান্না। তাদের কান্না দেখে সে বাড়ির সবাই হাসাহাসি করে। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে পিসিমা রওনা গিয়েছিলেন কিন্তু হরতালের কারণে আর আসা হয়নি।

ছোটকাকা সফর শেষে আবার চলে গেলেন। যুদ্ধের সময়, তবু যেতেই হলো। সেটাই তার শেষ যাত্রা। আটলান্টিক মহাসাগরে জার্মানীর টর্পেডোর আঘাতে তাদের জাহাজ ডুবে যায়। কাকা মারা গেছেন না বেঁচে আছেন তার কোন হদিস করতে পারেনি বৃটিশ কোম্পানী । তবে জাহাজ যেহেতু ডুবেছে তাই তাকে মৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। বিধাতার বিচার বুঝি এভাবেই সবার অলক্ষ্যে হয়ে যায়। তবু আমরা আজও অপেক্ষায় আছি হয়তো কাকা একদিন ফিরে আসবে যদি বেঁচে থাকে। নাটক-সিনেমায় তো এমনি ঘটনা কতই হচ্ছে।

সত্যি সত্যি হচ্ছেও তাই। আমাদের পাশের বাড়ির জিতু মামা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। সেসময় অনেকেই কলকাতা বোম্বাই গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো। সবাই ধরে নিয়েছিল জিতু মামা হয় মারা গেছেন না হয় কোন দেশে গিয়ে আটকা পড়ে আছে জেল হাজতে। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে জিতু মামা বারো বছর পর এক চৈত্রের ঠা ঠা রোদে ঘামতে ঘামতে বাড়িতে এসে হাজির। জটাধারী ব্রহ্মচারী এক লোক, ঋষির মত শ্বেত শশ্রুমণ্ডিত কুঞ্চিত মুখমণ্ডল। জবু থবু হয়ে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের চৌমাথায়। প্রথমে এই সাধুকে দেখে সবাই থতমত খেয়ে যায়। শেষে উত্তর পাড়ার চিক্না মধু তাকে চিনতে পেরে 'গুরু' বলে জড়িয়ে ধরে। আমরা খুশীতে সবাই হাততালি দিলাম। এই 'গায়েবী' নাটকের শেষ মিলন দৃশ্য দেখে।

আমাদের ছোট কাকার বড় মেয়ে যামিনী দিদি। লেখা পড়া করেনি বটে কিন্তু তার গায়ের রং ছিল কাঁচা হলুদের মত। স্বাস্থ্যবতী মেয়েটার টান টান চৌকো মুখমণ্ডল, চাপা থুত্নী আর কোমর অব্দি একরাশ চুল। কথায় কথায় পাগলির মত খিলখিলিয়ে হাসত। সেই দিদির বিয়ে হলো এক দোজবর মাঝির সাথে। অবশ্য জামাই বাবুর মোটা হারের ফ্রেমে মজবুত শরীর, লম্বাটে নিটোল মুখমণ্ডল, চওড়া মাংসল কাঁধ, শ্রমসিক্ত হাতের পেশী। জীবনের শুরু থেকেই বৈঠা হাতে নিয়েছিল বলে স্বাস্থ্যটা ধরে রেখেছিল। তবে তার প্রথম সংসারে একটা ছেলে রয়েছে প্রায় দিদির বয়সী।

শ্রাবণের এক বৃষ্টিস্নাত দিনে দিদির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সাত দিনের মাথায় দিদি প্রথম নাইয়র করে বাড়ির সবাইকে কাঁদিয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যায় ডালা নিয়ে। তার তেরো দিন পরে এক রাতে দিদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সবার অলক্ষ্যে। মাঝি তো ভোর রাতেই যাত্রী নিয়ে স্টেশনে চলে গিয়েছিল। ঠিক এসময়ই কি করে, কার সাথে চলে গিয়েছিল তার ইতিহাসও আজ পর্যন্ত জানা যায়নি।

ধনা মাঝি সহজ সরল মানুষ। নৌকা ছাড়া আর কিছুই বুঝেনা। ভোর রাত তিনটা থেকে বেরিয়ে যায় ফিরে আসে রাত এগারো-বারোটায়। শুধু রোববার দিন সে বৈঠা হাতে ধরে না। সকালে গির্জা থেকে আসার পথে নাগরী বাজার করে ফিরে আসে। সারাদিন নতুন বৌয়ের সাথে এটা ওটা কাজে সাহায্য করে। এ হেন মানুষটার জীবনে দ্বিতীয় বিয়েটাও টিকল না। মনের দুঃখে সেই যে ছেলের হাতে বৈঠা তুলে দেয় জীবনে আর কোন দিন ধরেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস এই নৌকাই তার জীবনের সর্বনাশের মূল। আমরা ভেবেছিলাম এবং অপেক্ষায়ও ছিলাম যে, জিতু মামার মত যামিনী দিদিও একদিন ফিরে আসবে। তার 'গায়েবী' নাটক দেখে আরো আনন্দিত হবো। সে আশা আর পূরণ হলো না।

আমার মা এ অসম বিয়েতে রাজী ছিলেন না বলে কাকীমা এখন মাকে দোষারূপ করছেন। বলেন, মা'র বদ্ দোয়া লেগেছে। শরিকী হিংসা এভাবেই ছড়ায়। হিংসার আগুনের কোন তৃপ্তি নেই। জ্বলছে তো জ্বলতেই থাকে। সে আগুন আজও জ্বলছে। তবে আমার জীবন খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। পরপারের শেষ ইষ্টিশনের দিকেই॥ ৵

বাংলার জনপদ থেকে

জীবন গঠনে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব

ফাদার সুনীল রোজারিও

সাধারণ অর্থে শিক্ষা হলো- ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে উন্মোচিত ও পরিচালিত হওয়া। বৃহৎ অর্থে শিক্ষা হলো 'সর্বজনীন'। এই সর্বজনীন শিক্ষা কোনো কাল, কোনো সীমানা ও কোনো জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বজনীন শিক্ষা হলো- জীবনব্যাপী শিক্ষা। সক্রেটিস বলেছেন, "শিক্ষা হলো- সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত-বৈধ ধারণার উন্মোচনকরণ- যেগুলো মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকে।"

বৃহৎ অর্থে শিক্ষার গুরুত্ব বরাবরই ইতিবাচক, তবে বিশেষ অর্থে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব ভিন্ন কারণ ধর্মশিক্ষা ঈশ্বর বিশ্বাস, সত্যের অনুসন্ধান, জীবন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, পরবর্তী জীবন, ভালো-মন্দ, বিভিন্ন মূল্যবোধ- যেমন: ন্যায্যতা, সত্যবাদিতা, নৈতিকতা, ইত্যাদি সম্পর্কে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করে। আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে ধর্মশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই দিকটা বিবেচনা করে বাংলাদেশের শিক্ষা নীতিতে বলা হয়েছে, "ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন।"

শিক্ষানীতিতে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে-

১। যিশুর জীবন, কাজ ও শিক্ষার মধ্যদিয়ে জীবনের পূর্ণতা লাভের পথ ও পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২। খ্রিস্ট ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

৩। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ জীবন-যাপন করা এবং অন্যদের সুস্থ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন-যাপনে সাহায্য করতে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে তৈরি করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।

৪। শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

ক। পরিবার ঃ এতে করে বোঝা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় নয়। তবে সন্তান বিদ্যালয়ের আগে পরিবারের। পরিবার যদি প্রাথমিক পাঠশালা হয়ে থাকে তাহলে ধর্মের প্রথম পাঠটা সন্তানগণ পরিবার থেকে লাভ করার কথা। যেমন- নিয়মিত প্রার্থনা, বড়দের আদর্শ, পরিবারের ঐতিহ্য, পরিবারের পরিবেশ, কথাবার্তার ধরন, সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক, পরিবারে নানাবিধ অনুশীলন- এই বিষয়গুলো সন্তানকে মানসিকভাবে তৈরি করে। মনে রাখতে হবে, পরিবার যেমন সন্তান হবে তেমন। সাধু পৌল বলেছেন, "তোমরা, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না, বরং প্রভুরই শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ ক'রে তোল" *(এফেসীয় ৬:৪)*।

সন্তানগণ মা-বাবার সবচেয়ে আপন এবং সন্তানদের কাছে মা-বাবা সবচেয়ে আপন। তাহলে এই অভিযোগটা কেনো আসে যে, সন্তান কথা শোনে না। সন্তানগণ যখন পিতা মাতাদের মধ্যে খ্রিস্টীয় আদর্শ খুঁজে না পায়, তাহলে বয়ে যাবে। উভয়ের মধ্যে খোলামেলা সম্পর্ক, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে। তা না হলে সন্তানগণ নিজের সমস্যার কথা পিতা মাতাকে না বলে তার মতো সমস্যাগ্রস্ত বন্ধুর সঙ্গে সহভাগিতা করবে। মনে রাখতে হবে, সন্তানগণ হলো পরিবারের এ্যাসেট- এখানে বিনিয়োগ যতো বেশি হবে, লাভ ততো উত্তম হবে। মনে রাখতে হবে, বালুভর্তি ঘটি-বাটি থেকে কখনোই সোনা-দানা বের হয়ে আসবে না।

খ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে- ধর্মীয় আদর্শ যেনো অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের উপর প্রভাব রাখতে পারে। এরপর দেখতে হবে, পরিবারে যে সব শিক্ষা প্রদান সম্ভব নয়, সেই শিক্ষাগুলো দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে নিতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা খণ্ডকালীন বিষয় নয়। বাংলা, ইংরেজির মতো নিয়মিত ক্লাস থাকতে হবে। ধর্ম শিক্ষককে হতে হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, পেশা হিসেবে ডিগ্রিধারি। যাকে তাকে দিয়ে এই দায়িত্ব পালন কার্যকর নয়। ধর্মশিক্ষার জন্য বাইবেলের আলোকে শ্রেণিভিত্তিক থাকতে হবে একটা পাঠ্যসূচি। বাইবেলের সুনির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ছাপিতৃগণ কী বলছেন- সেসব বিষয়ের উপরও আলোকপাত করতে হবে। এর পর শিক্ষা বছর শেষে অন্যান্য বিষয়ের মতো সমমানে পরীক্ষা ও সমমানে মার্ক বন্টন থাকতে হবে। তবে এখানে একটা বিষয় গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে যে, ছাত্ররা তাদের আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের দরজা বন্ধ রেখে শুধু পাশের জন্য যেনো ধর্মশিক্ষা গ্রহণ না করে। আজকাল ছাত্ররা ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মনে করে। অর্থাৎ মানের দিকদিয়ে অন্যান্য বিষয় থেকে নিচে ধর্মের অবস্থান।

গ। চার্চ বা মণ্ডলী ঃ পরিবারে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার যে পাঠগুলো দেওয়া সম্ভব নয়- সেই পাঠগুলো দেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে গির্জা চত্বরে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ হতে পারে-

১। যারা বাইরের স্কুলে লেখাপড়া করে তাদের জন্য গির্জা চত্বরে সাপ্তাহিক ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা;

২। প্রাথমিক, হাইস্কুল-কলেজ এবং বয়স্কদের জন্য বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা;

৩। শিক্ষার্থীদের জন্য সাপ্তাহিক খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করা;

৪। গির্জা চত্বরে খ্রিস্টীয় সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৫। খ্রিস্টযাগে সাহায্যের জন্য সেবক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৬। খ্রিস্টযাগে বাইবেল (পত্র) পাঠের জন্য অনুশীলন করা;

৭। বাৎসরিক নির্জন ধ্যানের ব্যবস্থা করা;

৮। বিভিন্ন সংঘ-সমিতির বৈঠক নিয়মিতকরণ এবং বৈঠকে যাজক, সিস্টারদের উপস্থিত থাকা, ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো আজকের জন্য নতুন কিছু নয়। এগুলো এক সময় প্রচলিত ছিলো- কিন্তু এখন নানা অজুহাতে ঐতিহ্যটা প্রচলিত নেই। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে মণ্ডলীর প্রথম কাজ হলো জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করা।

প্রকৃত শিক্ষা মানে জ্ঞানী হয়ে ওঠা। ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো- মানুষ যেনো অন্তরে জ্ঞানী হয়ে ওঠে এবং ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানব সমাজকে সত্যের পথে পরিচালিত করে এবং সৃষ্টির মধ্যে আরো সৃষ্টি করে। আমি যদি সৃষ্টি করতে না পারি, সাধু টমাস আকুইনাস বলেছেন, "তোমার জন্য স্বর্গের দরজা বন্ধ থাকবে।" আধ্যাত্মিক জ্ঞানী সে, যে সৃষ্টি করতে পারেন। মানুষের মধ্যে যে সামর্থ, প্রতিভা রয়েছে, ধর্মশিক্ষা সেটাকে সর্বাধিক ব্যবহারে সহায়তা ক'রে প্রাণে সংস্কার সাধন করে। ধর্মশিক্ষার প্রধান কাজ হলো, শিখার জন্য সুযোগ ও ইচ্ছাকে রোপন করা- যেনো অনবরত বেড়ে ওঠে ফলশালী হয়। প্রকৃত শিক্ষা হলো একটি আধ্যাত্মিক আহ্বান- এবং ঈশ্বরের জনগণ হয়ে ওঠা। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥ ৯০

ছোটদের আসর

জীবনের শেষ যাত্রা

দর্শন চাম্বুগং

একটি গ্রামে এক বৃদ্ধ বাস করত, তার বয়স প্রায় ৮০ বছর। তার কোন ছেলে নেই আছে শুধু একটি মেয়ে তাও সে তার শ্বশুর বাড়ি। তার স্ত্রীও তাকে ছেড়ে সুদূর পাড়ে পাড়ি দিয়েছে পাঁচ বছর আগে। তাই বৃদ্ধটি এখন বাড়ীতে একা থাকে। তার মেয়ে আসে মাঝে মাঝে কখনো দুই মাস আবার কখনো পাঁচ মাস পর। একদিন বৃদ্ধ লোকাটির খুব ক্ষুধা পেল কিন্তু তিনি তখন অনুভব করলেন তার হাত পা কেমন অবস হয়ে আসছে। বৃদ্ধ লোকটি ভাবতে লাগল সে বোধ হয় আর বাঁচবে না। তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাই তিনি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে প্রভু ঈশ্বর, আমি জানি তুমি আমাকে তোমার কাছেই ডাকছ। আমি প্রস্তুত তোমার ডাকে সাড়া দিতে, তোমার কাছে যেতে চাই, প্রভু আমাকে তুমি তোমার স্বর্গবাসে নিয়ে যাও।" তার কয়েক ঘন্টা পর বৃদ্ধটি অনুভব করল তার হাত পা আগের মতই ঠিক হয়ে গেছে। বৃদ্ধ লোকটি আবার ভাবতে লাগল, সে মনে হয় জগতে অনেক পাপ করেছে তাই ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করছেন না।

এখন বৃদ্ধটি একটু দুঃখ পেলেন। তার খুব ক্ষুধা পাওয়ায় কিছু চাল, ডাল ও আলু নিয়ে খিচুরি পাকালো। তার কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধটি মনে মনে ভাবল আজ যদি তার মেয়ে পাশে থাকত তাহলে ভাল হত। তাহলে আমার এমন অবস্থায় থাকতে হত না। পরে বৃদ্ধটি কাঁদতে কাঁদতে সেই খিচুরি খেল। তারপর বৃদ্ধটি ভাবল তার আজ কেন এমন লাগছে কেনইবা আমি মরছিনা, বয়সও তো কম হয়নি। এই জগতে এমন কি পাপ করেছি যে ঈশ্বর তাকে ডাকছে না। তারপর সে উঠানের মাঝখানে একটি পিরায় বসে পাটি বুনতে লাগল। হঠাৎ সে তার টিনের চালে একটি সাদা কবুতর দেখতে পেল। তখনই সে জোর গলায় গান ধরল এবং বসার পিরাটি বাজাতে লাগল। "প্রভু যিশু করিয়াছেন স্বর্গে অরোহণ, এসেছিলেন মর্তপুরে পাপীদের কারণ।" তারপর সাদা কবুতরটি আকাশে উড়ে গেল এবং বৃদ্ধটিও গান করতে করতে কাত হয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। বৃদ্ধটি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গে গমন করলেন॥

আমি কে?

মিল্টন রোজারিও

যিশু খ্রিস্টেতে বিশ্বাসী আমি
বাইবেলের বাণী বিশ্বাস করি,
ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা
যেন যিশুতে আমি মরি।

যিশুই আমার পথ প্রদর্শক
সত্য জীবনের আলো,
তারই পথে চলি যদি
হৃদয়টা হবে না কালো।

বিশ্বাস আমার মেরুদণ্ড
সেই বিশ্বাসে থাকি অটল,
কারো কথায় টলিনা আমি
নই অল্প বিশ্বাসীদের মত দুর্বল।

বন্ধু আমার রাম লক্ষণ
আব্বাস সালাম রহমান,
ঈদে গিয়ে কোলাকুলি করি
পূজাতে করি প্রণাম।

মাছ ধরলে জেলে
চাষ করলে হই চাষা,
মানুষ আমরা সবাই রে ভাই
বাংলা মায়ের ভাষা।

কেউ কেউ বলে জাত গেলো ভাই
ঈদে কোলাকুলি করেছো তুমি,
দুর্গা পূজার প্রসাদ খেয়েছো
ধর্মের বাজারে সত্য রয়েছি আমি।

ওরে ভণ্ড ওরে পাতকি
ওরে মূর্খ বক,
হৃদয়টা তো তোর পাপে ভরা
আগে হৃদয়টা ছাপ কর।

পূজা দেখলে পূজারী হবে
ঈদে গেলে মুসলমান,
খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা এতো
ঠুন্‌কো নয় রে
যার আছে মজবুত ঈমান।

শান্তি রাজের শান্তি রাখো
বিশ্বাস আর কাজে কর্মে,
হিংসা করে অশান্তি করো না
অবুঝের মত নিজ ধর্মে॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

জ্যাকলিন বাস্কে

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

সিনড রিপোর্ট: একটি মণ্ডলী যা সকলকে সম্পৃক্ত করে ও জগতের যন্ত্রণা-ক্ষতের সময়েও নিকটে থাকে

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

কেন্দ্রে দরিদ্ররা: সিনোডালিটি নিয়ে সিনডের ১৬তম সাধারণ অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের অনেকটা অংশ রাখা হয়েছে দরিদ্রদের বিষয়ে। যে দরিদ্ররা মণ্ডলীর কাছ থেকে ভালোবাসা চায়। ভালোবাসা প্রকাশ পায় 'সম্মান, গ্রহনীয়তা ও স্বীকৃতিদানের' মধ্যদিয়ে। দরিদ্রদের পক্ষাবলম্বন করাকে মণ্ডলী সর্বাগ্রে একটি ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে, পরে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনা করে; তাই সিনডের এই রিপোর্টটি আবারো ব্যক্ত করে যে, দরিদ্ররা কেবলমাত্র বস্তুগতভাবে দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হবে না কিন্তু অভিবাসী, আদিবাসী জনগণ, সহিংসতা ও যৌন হয়রানিতে (নারী) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ, বর্ণবাদ ও পাচারের শিকার, মাদকাসক্ত, সংখ্যালঘু, প্রবীণ পরিত্যাজ্য এবং শোষিত কর্মীগণ বর্তমান বাস্তবতায় দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে। দুর্বলদের মধ্যে দুর্বলতম হলো অনাগত শিশু ও তাদের মায়েরা যাদের পক্ষে সর্বদা কথা বলা দরকার। কয়েকটি মহাদেশের বেশ কিছু দেশে সংগঠিত যুদ্ধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সৃষ্ট 'নতুন দরিদ্রদের' কান্না সমাবেশটি শুনছে এবং বিবাদ সৃষ্টিকারী দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিন্দা করেছে সমাবেশটি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ও জনকল্যাণে বিশ্বাসীদের অঙ্গীকার: ব্যক্তি, সরকার ও কোম্পানি দ্বারা সংগঠিত 'অবিচারের সর্বজনীন নিন্দা' জ্ঞাপন এবং রাজনীতি, সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, জনপ্রিয় সঠিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে মণ্ডলী আহ্বান জানায়। একই সময়ে 'কোনও বৈষম্য বা বর্জন ছাড়াই' শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তার ক্ষেত্রে মণ্ডলীর একত্রিত পদক্ষেপ কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না।

অভিবাসী : রিপোর্টের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে অভিবাসী ও শরণার্থীদের কথা। যে শরণার্থীরা নিজ বাসভূমি চ্যুতি, যুদ্ধ ও সহিংসতার ক্ষত বহন করছে। তারা স্বাগতমকারী সমাজের জন্য প্রায়শই পুনর্নবীকরণ ও সমৃদ্ধির উৎস হয়ে ওঠে এবং ভৌগলিকভাবে দূরবর্তী মণ্ডলীর সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে। অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল মনোভাব লক্ষ্য করে সিনডের সাধারণ সমাবেশ বলে, সকলকে স্বাগতম জানাতে আমাদের উন্মুক্ত থাকতে হবে এবং তাদেরকে নতুন জীবন গড়তে সঙ্গ দিতে হবে এবং জনগণের মধ্যে একটি সত্যিকারের আন্তঃসাংস্কৃতিক মিলন গড়ে তুলতে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। অভিবাসী ও শরণার্থীদের ভাষার প্রতি সম্মান জানানো যেমনি দরকার তেমনি তাদের উপাসনার ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুশীলনগুলোর প্রতিও সম্মান জানানো দরকার মৌলিক একটি দাবি। উদাহরণস্বরূপ, মিশন এমন এক শব্দ যা পরিস্থিতি অনুসারে বাণী ঘোষণাকে উপনিবেশকরণ বা গণহত্যার সাথে যুক্ত করে যা বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক স্মৃতি। এমনিতর প্রেক্ষাপটে বাণীপ্রচার করতে হলে ভুলগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং উক্ত বিষয়গুলোতে নতুন করে সংবেদনশীলতা শেখার দরকার আছে।

বর্ণবাদ ও অন্যদেশ থেকে আগত মানুষের প্রতি বিরাগবোধের বিরুদ্ধে লড়াই করা: শিক্ষা, সংলাপ ও সাক্ষাৎকারের সংস্কৃতি গড়তে এবং বর্ণবাদ ও অন্যদেশ থেকে আগত মানুষের প্রতি বিরাগবোধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সিদ্ধান্তমূলকভাবে জড়িত হতে মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সমানভাবে প্রতিশ্রুতি ও যত্নের প্রয়োজন; বিশেষভাবে পালকীয় গঠনের ক্ষেত্রে তা আরো প্রায়োগিক। মণ্ডলীর মধ্যে যে প্রক্রিয়াগুলো জাতিগত অবিচার তৈরি বা বজায় রাখে তা সনাক্ত করাও জরুরি। (চলবে)

- তথ্যসূত্র : *news.va*

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

ভেরোনিকা গমেজ
জন্মঃ ২৫ জানুয়ারি, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর
তোমাদের স্মরি।'

কেমন করে ১১টি বছর চলে গেলো? সত্যিই স্মৃতিই হয়ে রইলে মা, আমাদের শোকাহত সকলের অন্তরে মা! তুমি চলে গেছো পৃথিবীর মায়ার বাঁধনকে ছিন্ন করে। তুমি নাই-আমরা সকলে সকলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত; আমাদের মা ছাড়া পৃথিবীর সব কিছুই অর্থহীন মনে হয়। মা, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা সকলে যেন তোমার মত সাদা মনের খাঁটি মানুষ হতে পারি।

আমাদের মা **স্বর্গীয়া ভেরোনিকা গমেজ** বিগত **২৩ নভেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ** রাত ৮:০০ টায় স্কয়ার হাসপাতালে তার জেজুয়েট ছোট ছেলে ফাদার জেরী, বড় ছেলে জুয়েল, একমাত্র ছেলে বউ, তিন মেয়ে, তিন মেয়ে জামাই, ভাই, ভাই বউ, বোন, বোন জামাই, নাতি-নাতনী, নাত বউ, পুতিন এবং সকল আত্মীয় স্বজন সহ সকলকে কাঁদিয়ে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ধরণের জটিলতায় সকলেরই অজ্ঞাতে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের কাছে না ফেরার দেশে চলেই গেছেন। তোমার শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের সকলের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে সারাজীবন। তুমি তোমার ৫ ছেলে-মেয়েকে কতো যত্ন, মমতা, সেবা আর সীমাহীন ভালোবাসা দিয়ে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে শ্রেষ্ঠ মা হওয়ার আসন অলংকৃত করেছো, তোমাকে কেমন করে ভুলি, মা? স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করবে যেন আমরা তোমার সন্তানেরা আমাদের সন্তানদেরও সঠিক শিক্ষায় এবং আদর্শে ভালো এবং আলোকিত মানুষ করতে পারি এবং সকলে মিলে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে পারি। তুমিও ঈশ্বরের কাছে ভালো থেকো-মা। তোমাকে আমারা অনেক ভালোবাসি মা, বারে বারে তোমাকে ঘিরে স্মৃতিময় ঘটনাগুলো অনেক বেশি মনে পড়ে।

তোমার শোকাহত ভালোবাসার সন্তানেরা

বিপ্র/৩৬০/২৩

বনপাড়া সেন্ট যোসেফস স্কুল এন্ড কলেজের হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত

অমর ডি কস্তা □ নাটোরের বড়াইগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বনপাড়া সেন্ট যোসেফস স্কুল এন্ড কলেজের হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশের প্রথম কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও সিএসসি, ডিডি। রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হীরক জয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। এতে গেস্ট অফ অনার হিসেবে নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনের সংসদ সদস্য ডা. সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী, জেলা প্রশাসক আবু নাছের ভুঁঞা, বরিশাল কাথলিক ধর্ম প্রদেশের বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু রাসেল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) বোরহানউদ্দিন মিঠু সহ অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা, স্মরণিকা উম্মোচন, সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, বনপাড়া সেন্ট যোসেফস স্কুল এন্ড কলেজটি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬০ বছর পূর্তির এই উৎসবে নতুন ও পুরাতন ৮ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীদের এক মহামিলন ঘটে৷

২৬তম জাতীয় সম্মেলন ও ২৩তম জাতীয় সমাবেশ

বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্টস্ মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর আয়োজনে ২৬তম জাতীয় সম্মেলন ও ২৩তম জাতীয় সমাবেশ ঢাকা

মহাধর্মপ্রদেশ এর দোম আন্তনীও পালকীয় কেন্দ্র, নাগরী, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সম্মেলন এবং ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭ টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ৮০ জন যুবক-যুবতী ও ফাদারগণসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ভিকার জেনারেল, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফাদার রেমন্ড আরেং, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এশিয়া প্যাসিফিক অ্যালাইয়েন্স অব ওয়াইএমসিএ ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান অ্যাসোসিয়েশন; ডক্টর ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি, প্রভাষক, নটর ডেম কলেজ; সিস্টার মেরী বীণা খ্রীষ্টিনা রোজারিও এসএমআরএ, অধ্যক্ষ, সেন্ট মেরিস্ গার্লস্ হাই স্কুল এন্ড কলেজ; ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল, ধর্মপ্রদেশীয় চ্যাপলেইন, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ; ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি, জাতীয় চ্যাপলেইন, বিসিএসএম; ও স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ, সভাপতি, বিসিএসএম। অতিথিগণকে নিয়ে সম্মেলন উপলক্ষে বার্ষিক মুখপত্র 'বিসিএসএম বার্তা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এরপর সম্মেলনে লাউদাতো সি' - সুবজ বিশ্বায়নের প্রতি পোপের আহ্বান- বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন ডক্টর ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি। মূলভাবের উপরে এবং "ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য যুবদূত হওয়ার প্রক্রিয়া" এই বিষয়ে সেশন প্রদান করেন টনি মাইকেল গমেজ, ডিরেক্টর, কমিউনিকেশন এন্ড ইনফ্লুয়েন্স, ওক্সফাম গ্রেট ব্রিটেইন এবং অভি কিস্থেল, সোশ্যাল এক্টিভিস্ট এবং মিউজিসিয়ান। "কার্যকরি যোগাযোগের কৌশল" এই বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জয় রোজারিও। "বিসিএসএম এর ৩৩ বছরের যাত্রায় পিছনে ফিরে তাকানো, বিসিএসএমের ইতিহাস ও লক্ষ্য" এই বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন স্যান্ডি ফ্রান্সিস পিরিচ, প্রাক্তন সভাপতি, বিসিএসএম এবং স্টাডি সেশন নিয়ে আলোচনা করেন ও মূল বিষয়ের উপর দলীয় আলোচনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ। সেইসাথে এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল নিয়ে অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন আদিত্য জন রড্রিক্স, এবং বিশ্ব সমাবেশ ও গ্লোবাল স্টাডি সেশন নিয়ে সহভাগিতা করেন ভিক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস। সম্মেলনে দলগত আলোচনা এবং কুচিলাবাড়ি কতংনে সিস্টার হাউস, মঠবাড়ি মিশন এবং পানজোরা সাধু আন্তনীর তীর্থ স্থানে এক্সপোজার রাখা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি,

শিশির অ্যাঞ্জেলো রোজারিও, ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি, ফাদার রিপন রিচার্ড গমেজ, ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল, স্যান্ডি পিরিচ, প্যাট্রিক দৃশ্য পিউরিফিকেশন ও মার্ক তন্ময় ডি কস্তা। প্রথমে ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিবেদন পাঠ করা হয়। এরপরে জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিবেদন, যাবতীয় বিষয় পেশ করা হয় এবং পাশ হয়। বিসিএসএম এর নীতিমালা নিয়ে আলোচনা ও সংশোধন করা হয়। সবশেষে ২০২৩ থেকে ২০২৫ কার্যনির্বাহী পরিষদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মধ্যদিয়ে পলিন শ্রাবণী বাড়ৈ, সভাপতি; অর্পন এড্রিয়ান গমেজ, সাধারণ সম্পাদক; জাসেং জাস্টিন নকরেক, সাংগঠনিক সম্পাদক; তন্ময় ডি কস্তা, কোষাধ্যক্ষ; আদিত্য জন রড্রিক্স, প্রকাশনা সম্পাদক; শিমলা গমেজ, সদস্য; প্রিয়া কস্তা, সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরপর সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। খ্রিস্টযাগের পর বিসিএসএম'র বিগত জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদকে ধন্যবাদ ও নতুনদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এরপর সাংস্কৃতিক ও আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে জাতীয় সমাবেশ ২০২৩ সমাপ্ত হয়॥

মহাখালী খ্রিস্টান প্রবীণ সংঘের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

রুবী ইমেল্ডা গমেজ গত ৬ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মহাখালী চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে মহাখালী খ্রিস্টান প্রবীণ সংঘের ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটি অধ্যাপক (অবঃ) রুবী ইমেল্ডা গমেজের সঞ্চালনায় বিকেল ৫:৪৫ মিনিটে শুরু হয়ে রাত ৮:১৫ মিনিট পর্যন্ত দুইভাগে চলে। প্রভু যিশুর অষ্ট কল্যাণ বাণীর আলোকে গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১ম ভাগে রোজারী মিনিস্ট্রীর পরিচালক ফাদার রুবেন ম্যানুয়েল গমেজ সিএসসি মানাবজাতির পরিত্রাণের জন্য মা মারীয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য-চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারে নিয়মিত জপমালা প্রার্থনা করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন এবং উপস্থিত সবাইকে জপমালা উপহার দেন।

সংক্ষিপ্ত চা-চক্রের বিরতির পর ২য় পর্যায়ে সংঘের বিগত বছরের কার্যক্রম উপস্থাপনা ও সাধারণ আলোচনা হয়। সংঘের সভাপতি এলয়সিয়াস মিলন খান তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে সংঘের সূচনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসহ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন প্রজন্মের প্রবীণদের জন্য বিশ্বব্যাপী ঘোষিত মানবাধিকার বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে গৃহিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ণের আলোকে বাংলাদেশে প্রবীণদের অবস্থান তুলে ধরেন। সেক্রেটারি পিটার রোজারিও বিগত বছর ও আগামী বছরের প্রস্তাবিত কার্যক্রম এবং ট্রেজারার এন্‌থনি সুশীল রায় আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন। সংঘের কার্যক্রমের ওপর উপস্থিত সদস্যগণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সুপারিশ শেষে অনুমোদিত হয়। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইউজিন এস রিবেরু'র ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সিস্টার লিন্ডা গ্রং-এর প্রার্থনা ও সকলের সমবেত রাতের আহারের মাধ্যমে ১ম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রবীণদের নিয়মিত পবিত্র বাইবেল পাঠে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে অমিত বিশ্বাসের সৌজন্যে আগ্রহী সদস্যদের মাঝে উপহারস্বরূপ পবিত্র বাইবেল (নূতন নিয়ম), গীতসংহিতা ও হিতোপদেশ বিতরণ করা হয়॥

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বানিয়ারচর ধর্মশহীদদের সমাধিতে চড়াখোলাবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদন

রিগ্যান মাইকেল পেরেরা বিগত ১৩ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল সাতটায় প্রার্থনার মধ্যদিয়ে নিজ গ্রাম থেকে রওনা হয়ে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক চড়াখোলাবাসী দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দুপুর ২:০০ ঘটিকায় টুঙ্গিপাড়ায় পৌছে গভীর শ্রদ্ধাবনত হয়ে বাংলার স্থপতি ও জাতির পিতার পবিত্র সমাধিস্থলে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বাস থেকে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে নেমেই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, প্রার্থনায় চির শান্তি কামনা করে সকলে তার পৈতৃক জন্মভিটা ও তারই ব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রী পরিদর্শন করেন। এর পরেই টুঙ্গিপাড়া থেকে সকলে গোপালগঞ্জের মকসুদপুর উপজেলার বানিয়ারচর পবিত্র মুক্তিদাতা কাথলিক মিশনে যায়। যেখানে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে বোমা হামলায় যে দশজন ধর্মশহীদ হয়েছিলেন তাদের কবর পরিদর্শন করা হয় এবং ধর্মশহীদদের স্মরণ করে তাদের সমাধিস্থলে ফুল দিয়ে গভীর শ্রদ্ধা জানান। পরে এক মিনিট নিরবতার মধ্যদিয়ে তাদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। এসময় স্থানীয় পালক পুরোহিত ফাদার ডেভিড ঘরামি উপস্থিত ছিলেন। ফাদার বানিয়ারচর মিশন পরিদর্শন এবং ধর্মশহীদদের প্রার্থনায় বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এরপরেই মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ ও বিকালের কিছুটা সময় আনন্দ সহভাগিতা ও ঐতিহাসিক স্থানের স্মৃতি রোমন্থন করে সন্ধ্যা ৬:০০ টায় নিজ আবাসস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। বানিয়ারচর থেকে বিদায় নেওয়ার আগে ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত এবং সাহায্যকারী স্থানীয় খ্রিস্টভক্তদের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন॥

মাঘ ফাগুনের গল্পগাঁথা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের মিলন মেলা

সুবীর কাস্মীর পেরেরা গত ২৭ অক্টোবর শুক্রবার মেরিল্যান্ডের সিলভার স্প্রিং শহরের রস্কো আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকপ্রেমীদের ও লেখিকার পরিবারের উপস্থিতিতে মাঘ ফাগুনের গল্পগাঁথা গল্পগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। প্রকাশনা উৎসব শুরু হয় সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক, স্থপতি আনোয়ার ইকবাল কচি, ইব্রাহিম চৌধুরী, সম্পাদক প্রথম আলো, নিউ ইয়র্ক, ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু, সম্পাদক সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও ছড়াকার, লেখক খোকন কোড়ায়া, সভাপতি, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম । এছাড়াও অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিপুল এলিট গনছালভেস এর উপস্থাপনায় দুই দেশের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশনা উৎসবের প্রথম পর্বের সূচনা হয়। পরে আলোচকবৃন্দ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। সভাপতি শ্যামল ডি'কস্তা ও ডমিনিক রেগো এবং অনলাইন পোর্টাল ও নিউজ বাংলার সম্পাদক লেখক শফি দেলোয়ার কাজল।

খোকন কোড়ায়ার সঞ্চালনে ও সভাপতিত্বে বইয়ের উপর আলোচনা করেন স্থপতি আনোয়ার ইকবাল কচি। তিনি বলেন, লেখিকা তার গল্পে চিত্রায়ন করেছেন প্রথমে কলকাতা থেকে ঢাকা। অর্থাৎ তিনি গল্পে তিন জেনারেশন দেখিয়েছেন। সুন্দর এই বইয়ের জন্য দিদিকে ধন্যবাদ এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরো বই পাবো।

আলোচনা পর্বে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ও বইটির প্রকাশক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু বলেন, প্রতিবেশী এ প্রকাশনার সাথে জড়িত হতে পেরে অনেক আনন্দ বোধ করছি। তিনি লেখিকার প্রশংসা ও শুভ কামনা করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন প্রথম আলো, নিউ ইয়র্ক সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর আমরা পত্রিকায় যে ধরণের লেখা পড়েছি এই বইতে সেই ধরণের স্বাদ পেয়েছি।

অনুষ্ঠানের মধ্যমনি লেখক জেন কুমকুম বলেন, আমার এই অনুষ্ঠানে আমি প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিক চৌধুরী ভাইকে ও কচি ভাইকে পেয়ে অনেক অনেক খুশি, আনন্দিত ও ধন্যবাদ জানাই, সেই সাথে প্রতিবেশীর সম্পাদককেও ধন্যবাদ জানাই।

আলোচনা পর্ব শেষে উপস্থিত সম্মানিত আলোচক ও অতিথিদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরামের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরামের অনিয়মিত আয়োজনের তৃতীয় সেশন প্রবাসের মাটিতে বাংলা গান। সুকুমার পিউরীফিকেশনের সঞ্চালনে গানের পর্বে অংশ নেয়, রোদেলা পিউরিফিকেশন, এরিকা কোড়াইয়া, এনজি কস্তা, অমি ডি'কস্তা, জুলি লেনি গনছালভেস, রীমা রোজারিও ও মুক্তা মেবেল রোজারিও। দেশাত্মবোধক, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি ও লোক সংগীত পরিবেশন করেন স্থানীয় এই শিল্পীগণ।

সর্বজনীন প্রার্থনা পরিচালনা করেন আমেরিকান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ফাদার তিয়াস গমেজ সিএসসি।

রাত ১০ টায় রাতের আহারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশনা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে॥

আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস পালন

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস ২ নভেম্বর আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে পালন করা হয় পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস। এ উপলক্ষে ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার প্রেমু টি রোজারিও। তিনি তার উপদেশে বলেন, কেউ মারা গেলে নামের আগে যুক্ত হয় স্বর্গীয় বা প্রয়াত, তার বস্ত্র হয়ে যায় সাদা থান কাপড় বা কাফন তা সে যতই ধনী ব্যক্তি হোক ও মৃত্যু হলে তার জায়গা হয় কবরস্থান। সুতরাং আমাদের এই পৃথিবীতে অহংকার করার মত কিছুই নেই। ঈশ্বরের কাছে আমাদের জাগতিক বা বাহ্যিক চাকচিক্য থেকে আমদের মন, আমাদের আত্মা ও আমাদের পবিত্রতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টযাগের পর সকলে পরলোকগত আত্মীয়ের কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন ও সকল মৃত আত্মাদের জন্য মঙ্গল কামনা করেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়
৩২, শাহ্‌ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা- ১১০০
ফোন: +৮৮ (০২) ৪৭১১৫৯৯৫
মোবাইল: +৮৮০১৭১১৫২৮২০৯
ই-মেইল: stjosephschool 1954@gmail.com

St. Joseph's School of Industrial Trades
32, Shah Sahib Lane, Narinda, Dhaka- 1100
Phone: +88 (02) 47115995
Mobile: +8801711528209
E-mail: stjosephschool 1954@gmail.com

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি-২০২৪
৩২, শাহ্‌ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা - ১১০০

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে আগামী ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম অতিসত্ত্বর শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র:

১) অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
২) খ্রিস্টান ছাত্রদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট (আবশ্যক), পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি (আবশ্যক), বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র।
৩) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।
৫) সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

পরীক্ষা পদ্ধতি:

ভর্তি পরীক্ষা লিখিত এবং মৌখিক হবে। প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে। যথা:
ক) প্রথম পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ টা থেকে।

খ) দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ টা থেকে।
বি.দ্র: দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি পরীক্ষা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বচনের তারিখের জন্য পরিবর্তিত হতে পারে)।

গ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার দুপুর ১২:০০ টায়। ফলাফল ফেইসবুক পেইজে দেওয়া হবে।
(Facebook page: St. Joseph School of Industrial Trade)।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) এই চারটি বিষয়ের উপর কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছ রের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বাৎসরিক ভর্তি ফি: প্রথম বছরের ভর্তি ফি: ৬,৪৫০.০০ (ছয় হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা।
পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ভর্তি ফি: ২,৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।

মাসিক ফি:

খ্রিস্টান ছাত্রদের হোস্টেলে থাকা এবং খাওয়া বাবদ মাসিক ফি ৮০০.০০ (আটশত) টাকা। প্রশিক্ষণকালে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক স্কুল বেতন ক) ১ম বর্ষের মাসিক ফি ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা; খ) দ্বিতীয় বর্ষের মাসিক ফি ২০০.০০ (দুইশত) টাকা গ) তৃতীয় বর্ষের মাসিক ফি ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

অফিস: +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯; ব্রাদার সামুয়েল: +৮৮০১৬৭৬-৪১১০০৮, ব্রাদার জেরী রোজারিও: +৮৮০১৬২৩-৮০০৭৫৩

ব্রাদার রকি গোছাল, সিএসসি
অধ্যক্ষ
01625 079502

Machining, Electrical Appliances Repair, Motor T/F Rewinding, Carpentry (furniture), Motorcycle Repair, Plumbing Works, Building Maintenance (masony) Sheet Metal Works (Cabinet, Windows & Grills), etc.

বিজ্ঞ/৩৫৪/২৩

World Concern
witness the transformation

World Concern is a Christian global relief and development agency that extends opportunity and hope to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve nearly 5 million people in 16 countries, focusing on food security, child protection, education, maternal and child health, microfinance, vocational training, clean water and sanitation and disaster response. World Concern in Bangladesh is searching an energetic, smart & potential candidate for the following key position based in Dhaka. Detail of position and other necessary requirement for the position is described as below:

Position : Finance and Supply Chain Manager

Location : Dhaka, WC Country Office

Reports To : Bangladesh Country Director with technical oversight provided by International Finance Director

Supervises : Accountants, Cash and Asset Officer, S&S Field Focal Points

Contract Length : One Year Renewable Based on Performance

Purpose : Guided by World Concern's global strategic plan, the Finance and Supply Chain Manager (FSCM) provides leadership and direction to World Concern Bangladesh in the areas of accounting, finance, forecasting, budgeting, reporting and analysis and compliance. The position oversees all financial systems and procedures to ensure transactions are compliant, accurate, timely, and informative. This position also functionally reports to the International Finance Director and works closely with the Asia Regional Finance Officer.

RESPONSIBILITIES

Leadership

1. Serve on the Bangladesh Country Leadership Team (CLT) and contributesto relevant financial analysis and guidance concerning projects, financial and administrative decisions.
2. Act as a part of the WC Bangladesh team that reviews and sets policy, leads Finance team, and engages in strategy development and implementation.
3. Identify and propose improvements and modifications to the financial management and budget follow-up. Make recommendations for remediation of any identified problems and following up to assess results.
4. Represent World Concern Bangladesh Finance in the INGO finance forum and other Finance networks within and outside the countryLead and represent the Finance department of World Concern Bangladesh in regional events such as the Asia Leadership Team meetings.

Finance & Accounting

1. Responsible for reviewing and submitting all financial reports to the Bangladesh Country Director and International Finance Director, meeting the required monthly deadlines.
2. Oversee forecasting and budgeting operations for World Concern Bangladesh by organizing and controlling the budgeting process for the World Concern Bangladesh office. Provide support to the Program teams, Country Director, and International Finance Director in the preparation of the budgets for new projects submission to institutional donors.
3. Review and analyze World Concern monthly financial statements and report the financial status of the organization to the Bangladesh Country Leadership team monthly.
4. Oversee and advises on procurement procedures to ensure compliance policy and acceptable practices in Bangladesh; provides effective value chain understanding, guidance, and implementation on the procurement process.

Compliance

1. Make sure all financial documents are compliant with the requirements for supporting documentation and follow World Concern financial procedures. Ensure all additional documents are obtained and procedures required by U.S. government grants or other donor requirements are followed as applicable.
2. Supervise and coordinate both internal and external auditing requirements for the Bangladesh Office and field offices. Provide requested documentation to the WC headquarters office for the organization's annual audit, meeting deadlines as stipulated.
3. Comply with local legal requirements by studying and understandingrequirements; enforcing adherence to requirements, filing reports, and advising the Country Director on needed actions.

Procurement & Supply Chain

1. Strategic Leadership in the procurement process across the organization. Review policy to develop strong internal control systems if needed.
2. Ensure supply chain processes meet all legal requirements and standards.
3. Lead the process of day-to-day vendor management regarding major procurement like construction works and bulk purchase including evaluation after receiving the service. Develop and implement safety guidelines in all aspects of the supply chain.
4. Lead the effort to make the procurement committee functional and effective in terms of aligning organizational policy with donor compliances.

REQUIRED EDUCATION, SKILLS & EXPERIENCE:

1. Understand, articulate, and support World Concern'svision, mission, core identity and values.
2. Bachelor's degree in accounting andmaster's degree in finance management or similar field with strong proven competencies in financial management.
3. Five years accounting and financial management experience in a multinational business and/or non-profit organization, with at least three in a leadership role, including oversight of staff, budget development & management and internal control/systems management, procurement oversight
4. Demonstrated ability to read, write and speak English and Bangla at an advanced level.
5. Working knowledge of accounting software packages and Microsoft Office.
6. Work efficiently and professionally with a variety of personality types.
7. Willing to frequently travel to project areas.
8. Available for at least a two-year commitment.

Preferred Education, Skills & Experience:

1. Grant Compliance and Governance, including USAID, SIDA, EU, and Australian Government grants.
2. Licensed as a Certified Public Accountant or equivalent.
3. Demonstrated ability to teach and train others in small group settings.

Working Conditions:

1. Requires frequent travel to different offices in the Bangladesh;occasional travel within the Asia region.
2. Urban living conditions with exposure at times to challenging living conditions.

SALARY:

- Negotiable (Depends on Candidate's essential qualification, education, experience, software/equipment knowledge and other considerations as per Job Description)

Application Procedure:

If you feel that your qualification and experience matches with our requirements, you are requested to apply with a Full Resume with two professional references, 01 copy of passport size photograph and copies of all academic & experience certificates including **SMART NID Card** directly to the following E-mail Address: wcbcohrd@gmail.com **on or before 30 November 2023.**

Our organization is committed to promote equal opportunities for women and men from different caste, ethnic and religious backgrounds and encourage candidates of diverse backgrounds to apply for vacant position. Only short-listed candidates will be contacted for interview.

Application Deadline: 30 November 2023

বিপ্র/৩৫৮/২৩

গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব উদ্‌যাপন

সম্মানিত খ্রিস্টভক্তগণ,
গোল্লা ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন।

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব আগামী ১ ডিসেম্বর, শুক্রবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে ও আধ্যাত্মিক ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপন করা হবে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই।

উক্ত খ্রিস্টযাগে আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদান্তে
ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি' ক্রুজ (পাল-পুরোহিত)
ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা (সহকারী পাল-পুরোহিত)
পালকীয় পরিষদ ও সকল খ্রিস্টবৃন্দ, গোল্লা ধর্মপল্লী

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ২০০০ টাকা
পর্বের খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান ২০০ টাকা

-: অনুষ্ঠানসূচী :-
নভেনার খ্রিস্টযাগ: ৬:৩০ মিনিট ও বিকাল ৪টায়।
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ: ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ: সকাল ৬:৩০ মিনিট, ২য় খ্রিস্টযাগ: সকাল ৯:৩০ মিনিট

বিজ্ঞ/৩৫৩/২৩

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

মিনতী মারীয়া গমেজ
জন্ম : ৩ জুলাই, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর কাফরুল, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬

তুমি ছাড়া আমাদের জীবনে নেই কোন পরিপূর্ণতা
তুমি আছো হৃদয় মাঝে, থাকবে চিরকাল।

ভাবতেই অবাক লাগছে দিন, মাস পেরিয়ে আজ এক বছর পূর্ণ হয়েছে। মা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ অনন্ত বিশ্রামে। সংসারের মায়া ছেড়ে সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে। কিন্তু তোমার এই অসময়ে চলে যাওয়াটা আমরা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছি না। মাগো আজও তোমার হাসিমাখা মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠে। তোমার আদর, ভালোবাসা ও শাসনগুলো থেকে আজ আমরা বঞ্চিত মা। তুমি আমাদের এভাবে একা করে নীরবে নিভৃতে চলে গেছো। এক মুহূর্তের জন্যও আমরা তোমাকে ভুলে থাকতে পারছি না। তোমার বিয়োগ ব্যাথায় প্রতিনিয়ত অশ্রুজলে ভাসিয়ে যায় আমাদের দু'নয়ন। মাগো তোমার হাতে গড়া সাজানো সংসারটি আগের মতোই রয়েছে, শুধু তুমি নেই আমাদের মাঝে। আমরা বিশ্বাস করি তুমি আজ স্বর্গের অনন্ত সুখে রয়েছ। তুমি আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ নিয়ে দাও, যেন আমরা তোমার আদর্শগুলো আকড়ে ধরে এগিয়ে চলতে পারি। আজ তোমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমার প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি রয়েছ ও থাকবে চিরকাল।

শোকার্ত চিত্তে তোমারই প্রিয়জন –
ছেলে : মেভিস এড্রিন পেরেরা
মেয়ে : মেলভা গ্রাসিয়া পেরেরা
স্বামী : সুরেশ ডমিনিক পেরেরা

বিজ্ঞ/৩৫৪/২৩

BOOK POST

স্থায়ী আমানতের সুদের হার **পরিবর্তন** করা হলো-
যা ১০-১১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর।

স্থায়ী আমানত

৫½ বছরে দ্বিগুণ

৯½ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস
১৩.৫০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
৬.০০%	৫.০০%

+ ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
+ ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
+ ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
+ ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

স্থায়ী/মেয়াদী আমানত যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে নগদায়ন/বন্ধ করা হয়
তাহলে সোসাইটির সঞ্চয়ী হিসাবের প্রচলিত সুদের হার অনুযায়ী সুদ প্রদান করা হবে।

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন,
অধিক মুনাফা অর্জন করুন !!!

আগস্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

(ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল)
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.1978
Archbishop Michael Bhaban, 116/1 Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh +88 02 55027691-94 info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/৩৫৬/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org